# RECALL

Second Edition 2022

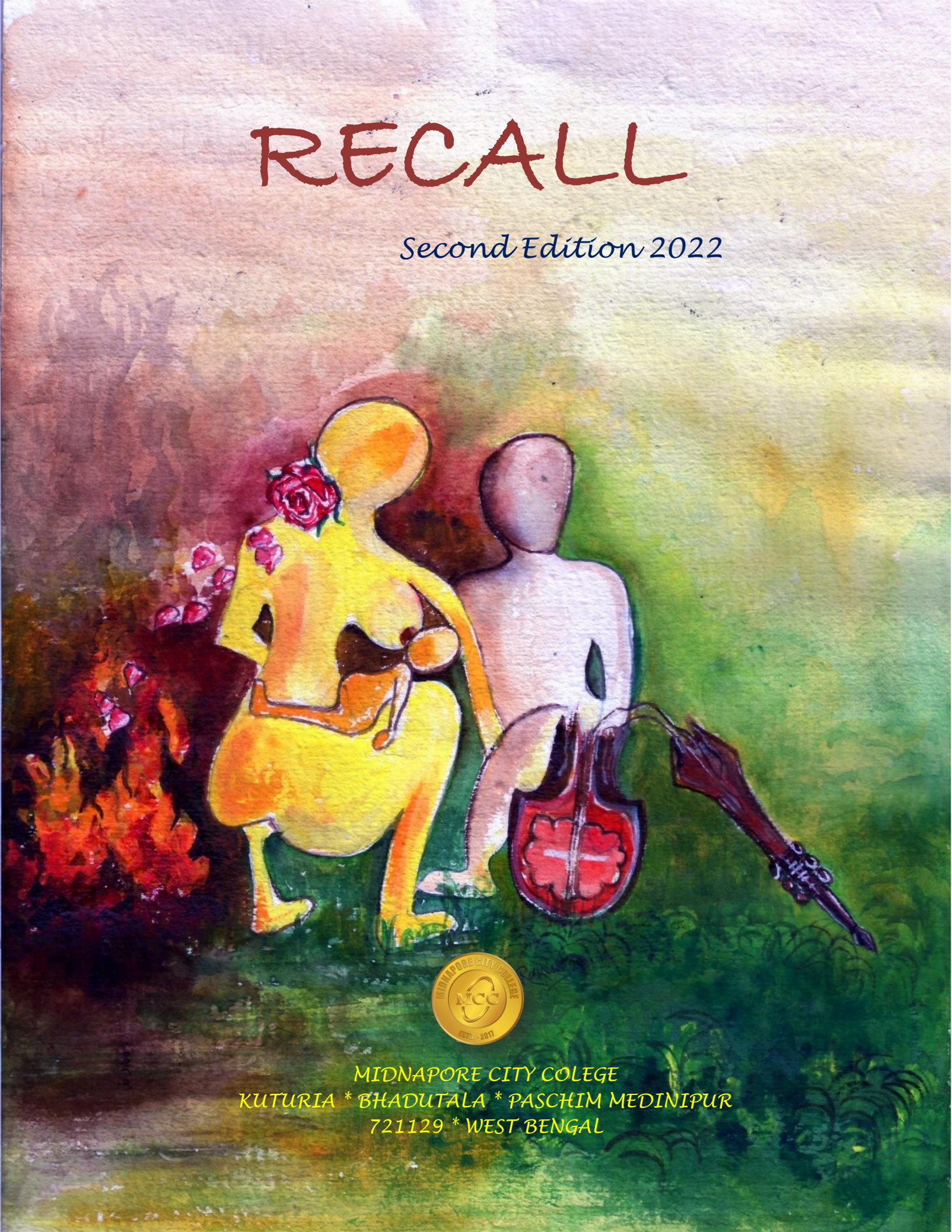

MIDNAPORE CITY COLEGE
KUTURIA * BHADUTALA * PASCHIM MEDINIPUR
721129 * WEST BENGAL

মুখ্য সম্পাদক ঃ

ড . অর্পিতা রাজ

ড . রাকেশ জানা

ড . রাজকুমার বেরা

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ঘাঁটা

অধ্যাপক অভিষেক চক্রবর্তী

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ মল্লিক

অধ্যাপক অভি কোলে

অধ্যাপক স্বপন হাজরা

অধ্যাপক সমর দাস

অধ্যাপক সৌমেন ঘোষ

অধ্যাপিকা ড . শ্রাবণী প্রধান

অধ্যাপিকা ড . সঙ্গীতা মাইতি (দত্ত)

অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা রায়

অধ্যাপক ড . সব্যসাচী পাল

রামশেখর মুখার্জি

সহকারি নিবন্ধক অভিষেক দাস

অধ্যাপক ড . অভিষেক ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীমন্ত সাঁতরা

অধ্যাপক শিশির ঘোড়াই

অধ্যাপিকা ড. অনুলিনা মান্না

প্রচ্ছদ পট ঃ

ড . রাকেশ জানা

ভাবনায় – ড .রাজকুমার বেরা

অলংকরণে – প্রশান্ত কুমার ঘাঁটা

- সুমন মল্লিক

# নিবেদন

মেদিনীপুর সিটি কলেজ 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুদৃঢ় ভবিষ্যতের দিশাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। এই মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় যে সমস্ত ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

***Professor Sibaji Pratim Basu***
Vice-Chancellor
Vidyasagar University
Midnapore - 721102

**VIDYASAGAR UNIVERSITY**

**Date: 13.09.2022**

## MESSAGE

I am happy to learn that the 2nd edition of *Recall*, the College Magazine of Midnapore City College, Bhadutala, Paschim Medinipur, is going to be published on 23rd September, 2022.

I commend this collective endeavour which reflects the positive role played by the institution through various activities carried out during the entire academic session.

I extend my greetings and good wishes on the occasion.

**(Professor Sibaji Pratim Basu)**

**Dr. Kuntal Ghosh,**
**Teacher-In-Charge,**
**Midnapore City College,**
**Kuturiya, Bhadutala,**
**Paschim Medinipur – 721 129**

Website : www.vidyasagar.ac.in
E-mail : vcconfidential@mail.vidyasagar.ac.in / vc@mail.vidyasagar.ac.in
Telefax : (03222) 275329

**VIDYASAGAR UNIVERSITY**
P.O. : Vidyasagar University, Midnapore - 721 102, Dist.: Paschim Medinipur,
West Bengal, INDIA.

Dated : 13.09.2022

## MESSAGE

I am very happy to learn that the Midnapore City College, Kuturiya, Bhadutala, Midnapore in the District of Paschim Medinipur, affiliated to Vidyasagar University, is going to publish the 2nd edition of College Magazine, namely, "Recall" on 23rd September, 2022 in the college premises. I extend my best wishes to the College Authority and other associated members for taking necessary steps for the publication of such magazine which will be inspired to the teachers, students and others.

I hope that the programme for publication of the magazine **"Recall"** will be a grand success.

VIDYASAGAR UNIVERSITY 721102 W.B. Midnapore

13/09/22

**( Dr. J. K. Nandi )**
*Registrar.*
Registrar
Vidyasagar University
Midnapore - 721102
West Bengal, India

**To**
**Dr. Kuntal Ghosh**
**Teacher-in-Charge,**
**Midnapore City College**
**Kuturiya, Bhadutala,**
**Midnapore,**
**Dist. : Paschim Medinipur,**
**Pin : 721 129.**

Telephone : (03222) 298220, Fax : (03222) 275297 / 275329
e-mail : registrar@mail.vidyasagar.ac.in / regis_admin@mail.vidyasagar.ac.in

# অধিকর্তার কলমে

মেদিনীপুর সিটি কলেজ আজ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে, চলমান সময়ের ধারা বেয়ে তা বহমান হয়ে চলেছে। নানা প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এই মহাবিদ্যালয় তার সুনাম বজায় রেখে 'এডুকেশন ওয়ার্ল্ড'- এর সমীক্ষা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের দশম স্থান ও ভারতে চুয়ান্ন তম স্থান অধিকার করেছে। করোনা পৃথিবীর সর্বত্র প্রভাব ফেলেছে, শিক্ষাজগতেও তার প্রভাব ভয়ঙ্কর। এরই মাঝে এই কলেজের দ্বিতীয় বার কলেজ পত্রিকা *RECALL* প্রকাশিত হচ্ছে । পত্রিকার সার্বিক সাফল্য আমি কামনা করি। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দকে আমার পক্ষ থেকে শারদোৎসবের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বোপরি এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীকে অভিনন্দন ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশকে এমন সুন্দর রূপ দেওয়ার জন্য।

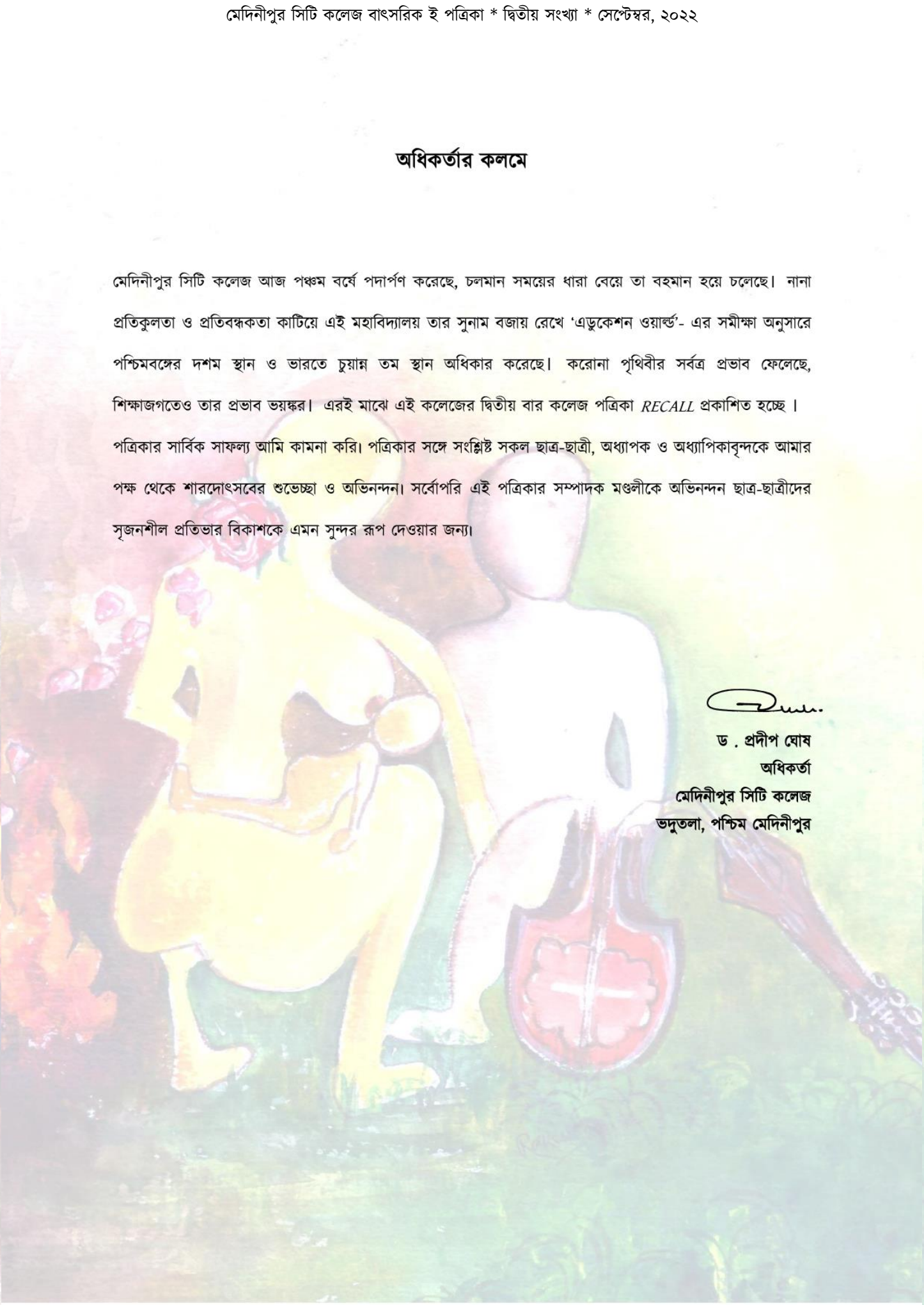

**ড . প্রদীপ ঘোষ**
**অধিকর্তা**
**মেদিনীপুর সিটি কলেজ**
**ভদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর**

## ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে

একটি পরিশ্রমী শিল্প মাধ্যম সার্থকতার নেপথ্যে প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। আমাদের 'RE-CALL' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী সেটা সকলের সহযোগিতা ও সাহচর্যে দায়িত্বের সাথেই করেছেন। মেদিনীপুর সিটি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সে জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিটি লেখা বিশেষ আঙ্গিক প্রধান হলেও, এই আঙ্গিক চর্চা আসলে বিষয়ের চর্চা। ফেলে আসা সময়, শব্দ ভাবনার বুননে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন প্রেক্ষাপট। সহজাত ক্ষমতায় ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন নতুন ভাবে। অভিনন্দন জানাই কলেজের অধিকর্তা মাননীয় প্রফেসর ড. প্রদীপ ঘোষ মহাশয়কে যিনি সর্বদাই কলেজের প্রতিটি সৃজনশীল কর্মের অনুপ্রেরণা দেন। 'RE-CALL' পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য ও প্রতিভার বিকাশ হোক- এই কামনা করি।

**ড. কুন্তল ঘোষ**
**ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ**
**মেদিনীপুর সিটি কলেজ**

## *সম্পাদকীয় কলমে*

করোনার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর নেই; নিম্নচাপের আবহাওয়া আর নেই। সমস্ত দুর্যোগের মেঘ সরিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকেছে ঝলমলে শরৎ-রোদ্দুর। আকাশ জুড়ে উৎসবের মাদকীয় আবহ। বাঙালিরা প্রস্তুত তার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের জন্য। পুজো মানেই কেবল হুল্লোড়, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া নয়; অনেকে ভালোবাসেন সাহিত্যচর্চাও। না এটা কোন পুজোসংখ্যা নয়; তবে ছুটির অবসরে একটু সাহিত্যচর্চা মনকে ভিন্নতার স্বাদ দেয়। আসলে এতদিন পৃথিবী ধ্বংসের অশনি-সংকেতে, মানুষের বেঁচে থাকা যেখানে দায়; সেখানে প্রাণের আবেগ ও জীবন উচ্ছ্বাসে, সৃজনশীল সাহিত্য রচনা দুরস্ত। এই সবকিছু থমকে থাকার মাঝখানে নতুন করে শুরু করার প্রচেষ্টা এই পত্রিকা।

Recall পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় যেসব ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা'রা লেখা দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমরা তাঁদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। এই পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা প্রভৃতি নানা বিভাগ রয়েছে। এই মননশীল ও সৃজনশীল লেখাগুলি পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করবে, এই ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

**ধন্যবাদান্তে**

**ড. রাকেশ জানা**

**ড.** অর্পিতা রাজ

ড. **রাজকুমার বেরা**

# সূচীপত্র

## বিভাগ - কবিতা (বাংলা)


১। মনের হদিশ - ড. রাজকুমার বেরা ১

২। বিবর্ণ বসন্ত - সোমনাথ রানা ৩

৩। চপের আত্মকথন - ড. রাকেশ জানা ৪

৪। **উত্তরাধুনিক** - অমর্ত্য পানি ৫

৫। জীবন সন্ধ্যা - অভিষেক চক্রবর্তী ৭

৬। আমাদের শারদীয়া - রামশেখর মুখার্জী ৮

৭। পৌরষাবৃত সমাজে ওরা শুধুই 'মাগি'- বিশ্বদেব রাজবংশী ৯

৮। বৃক্ষগাথা – কাকলী মাঝি ১১

৯। অভিযোজিত ভালোবাসা - ঋত্বিক দে ১২

১০। মা সরস্বতী – লিপিকা মাহাত ১৩

১১। মেয়েটির নাম দুর্গা - নীলাঞ্জন গাঙ্গুলী ১৪

১২। অপেক্ষায় – সেখ আম্মারুল ১৬

১৩। করোনার শত্রু - শুভদীপ সরকার ১৭

১৪। টুপ-টাপ–টুপ - প্রতিমা পাল ১৮

১৫। অকবি – সৈকত মাইতি ১৯

১৬। জীবন – অনুশ্রী দাস ২০

১৭। নিয়তির খেলা – তনুশ্রী মণ্ডল ২১

১৮। ভোর – হিমাংশু শেখর বধূক ২২

১৯। ব্যথা – মঙ্গলা প্রতিহার ২৩

২০। স্বপ্নের অপমৃত্যু – সুস্মিতা দাস ২৪

২১। ভারত-ভারতী – দেবীপ্রসন্ন সাউ ২৫

২২। বিরহ – শ্রীকৃষ্ণ ২৬

## বিভাগ - কবিতা (ইংরেজি)


1. Divided Self – Satyajit Maji ২৭
2. YOU – Punam Laga ২৮
3. Friends – Suvasish Das ২৯
4. I Dream of - Shreyashi Maity ৩০
5. The Meeting – Nilava Chakraborty ৩১
6. Intellectual Independence of Mother India ৩২
   – Sourav Khanra
7. The Unheard Cry – Sumita Mahal ৩৩
8. Afghans - The Living Dead - Sumanta Das ৩৪


## বিভাগ – প্রবন্ধ


১। Festivals of Santals, an 'eco-system' people: A Discussion ৩৫
- Dr. Arpita Raj

২। Negative impact of online classes on students ৪১
- Mr. Surendra Patra

৩। Pulse Width Modulation - Bhairab Mandal 88

৪। **রূপকথা** - সৌজিৎ পান ৫০

৫। **একালের সারথি** - সাইদা ফৌজা নাজ ৬০

## বিভাগ – চিত্র


**1.** Dr. Rakesh Jana ৬৩

**2.** Abhishek Chakravorty ৬৪

**3.** Anisha Rahaman ৬৫

**4.** Sumita Mahal ৬৭

**5.** Bristidhara Dey ৬৮

**6.** Alokita Maity ৬৯

**7.** Subhranil Ghosh ৭০

**8.** Rima Chhatait ৭২

**9.** Sonami Chakraborty ৭৩

**10.** Susmita Maji ৭৪

**11.** Sumita Mahal ৭৫

**12.** Sourav Manna ৭৮

**13.** Shibsankar Das ৭৯

# বিভাগ- বাংলা কবিতা

## মনের হদিশ

ড. রাজকুমার বেরা
সহকারী অধ্যাপক

মনের উদবাস্তুতা, মানেই জরাজীর্ণতা
মনের স্টিমইঞ্জিন মনকে বোঝায় তবু
জীবন গতিশীল, জীবনমুখী নয় কিন্তু –
মনের অস্পৃশ্যতা মনকে ঘিরে ধরে –
স্বপ্নহীন স্বপ্নময় উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনে।

সামাজিক জীবনমগ্নতা, অসামাজিক তার বহিঃপ্রকাশ
সত্তাকে টেনে আনে এক প্যারানয়িক জগতে
সুস্থ মন বোঝানোর প্ররোচনায়-
ছুঁড়ে ফেলে জীবনরত্ন শূন্যে, আস্ফালনে।

গতিময় পৃথিবীর গতিময় জীবনে
চলতে থাকে মানুষের কালজয়ী আনাগোনা,
মানসিক শান্তি বিষিয়ে, উর্বর বীজের সন্ধানে-
মানতে চায়না মনের ভরাকোটালকে।
চাই তোমার অবকাশ ? জীবন পিপাসায় জর্জরিত তুমি-
চরণযুগল রক্তাক্ত -বিদীর্ণ

সত্যের সন্ধানে, অসত্যের মাঝে-
তুমি কি চোরাবালি?

জীবন জিজ্ঞাসা মনে জাগায় চেতনা
সুস্থতার প্রতীক নিয়ে, স্বতন্ত্রতার লড়াইয়ে
শুনেছো কি তুমি কান পেতে জীবন মহারণ
হয়তো বাধবে নতুন 'ট্রয়' কিংবা 'সাইবারওয়ার'।

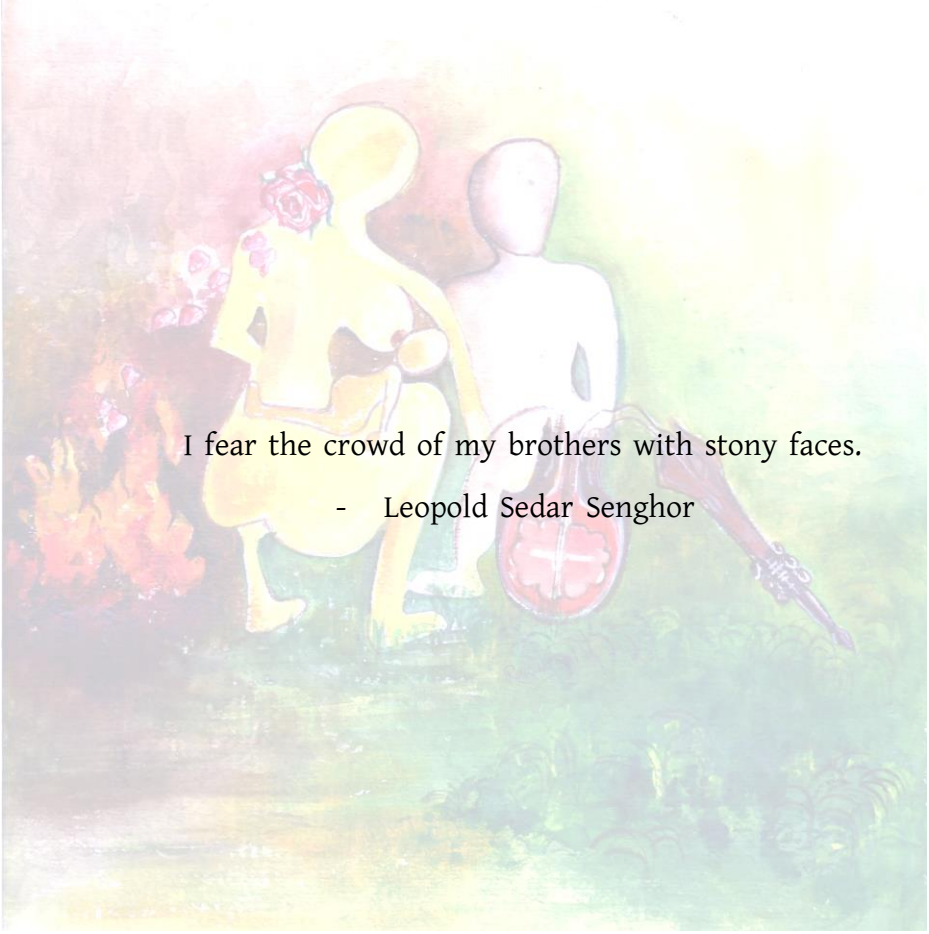

I fear the crowd of my brothers with stony faces.

- Leopold Sedar Senghor

# বিবর্ণ বসন্ত

সোমনাথ রানা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

আমার বসন্ত আসে সাদা কালো রঙে,
শীতের করাল গ্রাসে ছিন্ন কম্বলের নিচে
শুষ্ক ত্বকের রক্তিম আভা মুছে দিতে।
ধূসর গোধূলী পথে হেঁটে গেছি,
নগ্ন পায়ে অবিরত রক্তক্ষরণ।
মধ্য গগনে জ্বলন্ত রবির প্রতাপে
উত্তপ্ত বালুকা রাশি।
পেরিয়েছি কণ্টক বেষ্টনীর গহন আরণ্যানি।
এত কষ্ট পাইনি তখন।
তৃষ্ণার্ত শুষ্ক কণ্ঠে জীবনের আর্তনাদ শুনেছি।
বুক ফেটে যায় নি এমন।
নিশ্বাস প্রশ্বাস এ বিষাক্ত বায়ু নির্গত
মৃত্যুর পথে হেঁটে যাই অবিরত।
দিন দিন আয়ুহীন হতে হতে
অন্তিম প্রলাপ বকে যেতে
কখন বিদায় নেবো সেই দিন গুনি।
জীবনের সব মায়া রেস,
সব চাওয়া পাওয়া শেষ,
ডাকছে শুধুই ঘুমের দেশ।

## চপের আত্মকথন

ড. রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুচমুচে স্বাদ! জিভে জল-
তাড়াতাড়ি আনো চপ ভেজিটেবল।
এখানে দুটো দেবে কর না লেট,
চটজলদি আনো কাটলেট।
বিটনুনেতে খোলে স্বাদ,
চায়ের প্লেটে ডেভিল যাবে না বাদ।
ননভেজ তুমি নিও না চাপ
স্টাটারে পাবে চিকেন চাপ।
বিকেলে আড্ডায় বাগাড়ম্বরি
সঙ্গে মুড়ির পাবে ফুলুরি।
কেউ বলে 'বোম' কেউ বলে 'চপ'
গরম গরম খাবে গপাগপ।
বেসনে ডুবিয়ে আলুর পুর
তেলে ভাজলেই খুশির সুর।
পেঁয়াজি, পাকুড়ি বা বেগুনি –
চপেরি জাত ভাই বেজায় চিনি।
খেতে ভালো তবু ভাঙে স্বাস্থ্যবিধি
ডাক্তার বলেন খাবেন না নিরবধি।
অম্বল গ্যাস বদহজম
শরীরে অনেক জ্বালা আয়ু কম।
এসব ঢপের চপে না দিয়ে কান
অল্প তেলেই ঘরে ভেজে খান।

## উত্তরাধুনিক

অমর্ত্য পানি
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

হরিদাস স্বামী তুলে দেয় হাত, জানালা পায়ের ছবি-
গান্ধার, বৃজি গড়িয়ে নেমেছে কাদা-মাটি লিচ্ছবি।

দারা শিকো এক দোসরের খাতা ঐতিহাসিক জ্বরে,
শেকড়ের মাটি তুলসিদাসের বিধানসভার ঘরে।

রাজার সভায় মেঘমল্লার, অন্তরা, সঞ্চারী-
আমরা দু'জন যুগলবন্দী, পরাজিত হতে পারি।

এই পরাজয় কবির-লালন, সন্ত সুফির চোখে
আমরা দু'জন একটি ছাতায়, বব ডিলানের ঝোঁকে।

পরাজয়গুলো জিতে যায় দ্রোহ, বিপর্যস্ত হলে-
আমরা দু'জন পোড়া সিগারেট, আগুন জিতবো বলে।

আমাদের কথা এসরাজে কাঁদে, বাউলের একতারা
শেখায় মানুষ ধর্মে একক কীর্তনিয়ার পাড়া।

গুয়ের্নিকা পড়েছি আমরা, পিকাসো পাঠোদ্ধারে;
আকন্দফুল গাইতে গিয়েছি ব্রহ্মপুত্র পাড়ে।
আকন্দফুল আদিম গ্রন্থি, খাজুরাহো লেগে থাকে-
আমরা দু'জন সকাল পায়রা বকম্ বকম্ ডাকে।

মাটির প্রদীপে জ্বলেছি আমরা, আমাদের দেহ জল;
পুড়ে যাওয়াটুকু, ভেসে থাকাটুকু আমাদের সম্বল।

এই সম্বল বড় সামান্য, কতো দূর যাওয়া যায়-
বিসমিল্লার সানাই বলল, এইখানে চলে আয়।

## জীবন সন্ধ্যা

অভিষেক চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ- ইংরেজি

আঁধারে এলো যে ঘনিয়ে,
মৃত্যুর হাতছানি।
শোণিত ফলাকা শানিয়ে,
ধ্বংসের এক বাণী।

মৃতেরা করে আনাগোনা,
এলোমেলো এই পথে।
মৃত্যুর পরে জীবন,
মানুষেরই যে হাতে।

তবু চলে প্রতিরোধ,
আড়ালে আবডালে ।
ন্যায় খোঁজে প্রতিশোধ,
দুঃস্বপ্নের এই কালে।

I sat in the dark and thought: There's no big apocalypse. Just an endless procession of little ones. - Neil Gaiman

## আমাদের শারদীয়া

রামশেখর মুখার্জী
সদস্য ও সহায়ক ,পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগ

শারদ প্রাতের নীলাকাশে আগমনীর গান,
একতারাতে বাউল সুরে মিলেছে মোদের প্রাণ
তুমি আমার আকাশ ভেজা স্নিগ্ধ চোখের মায়া
পূর্ব দিগন্তে তোমার রূপে মেঘ নিয়েছে কায়া।
তুমি আমার স্বপ্ন মধুর সূর্য কিরণ দিশা
তুমি আমার শরৎ সখী, সবার মনীষা;
নিক্কণ আজ হচ্ছে ধ্বনিত -হৃদয় পাখি চন্দ্রা
তুমিই তো সেই অপরাজিতা হরণ করেছ তন্দ্রা।
উজ্জ্বল দিন তোমাতে বিলীন আমাদের শারদীয়া
আমার আমি মিশেছে বৃত্তে, কেন্দ্র তোমার হিয়া;
তুমিই তো সেই আলতো বাতাস পাখির কূজন-
ফুলদোলা তোমার মেঘের রঙিন তারায় ঢেউ খেলে যায়
দুইবেলা,পদ্মকলির গোপন প্রকাশ তোমার ঠোঁটের কোনেতে
আলতা মাখা চরণ তোমার কুসুমপাত্রখানিতে
নিদ্ মহলে পাল তুলেছে তোমার প্রেমের অঞ্জলি
সেই খানেতেই হৃদয়গাথা উঠিল প্রাণ চঞ্চলি।
তোমার আমার শারদীয়া আজ পরাগ মেশা সুরবাণী,
উমা এলো সানন্দে গো, সে যে নন্দিনী;
থাকব সাথে, তোমার সুরে শারদীয়া আর ছন্দেতে
যেমন থাকি তোমার সাথে, সকল ভালোমন্দতে।

## পৌরষাবৃত সমাজে ওরা শুধুই 'মাগি'

বিশ্বদেব রাজবংশী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

জাতীয় সড়কে একটা বাঁক,
ডানে শুকনো পুকুরসামনে লম্বা বেঞ্চ। ,
বসে আছে বিভিন্ন বয়সের রমণীরা।
ঠোঁটে লাল লিপস্টিক বারকারোর আ ,বক্ষে ব্লাউজ ,
অর্ধ উন্মুক্ত নুইয়ে যাওয়া বক্ষ।
প্রত্যেকেই বসে আছে খরিদদারের আশায়।
প্রেসার কুকার থেকে সিদ্ধচালের নিঃসৃত বাষ্প
আর পেঁয়াজরসুনের উগ্রগন্ধে প্রকাশ পাচ্ছিল-
গতরাতের ক্লান্তির অভিব্যাক্তি !

বসন্ত আসে পাতা ঝরে
সড়কের দু পাশের বেঞ্চগুলি ভর্তি করে।'
বর্ষায় উপচে ওঠা পুকুরের জলে
আজও ওরা নিতম্ব ভেজায় অঙ্গ জুড়ায়। ,
নর্দমার পাশে অভুক্ত কুকুর
সিক্তনাকে ফেলে দেওয়া কন্ডোমগুলোকে খাবার
ভেবে কিছুক্ষণ ঘ্রাণ নেয় তারপর ,
লকলকে জিভ দিয়ে কিছুক্ষণ চাটে।
শেষে ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে ফিরে যায়।

শেষবার শ্মশানঘাটে যাওয়ার সময়
চলন্ত লরিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক পৌঢ় তার লোলুপ

দৃষ্টিতে ওদের বলেছিল '–মাগি ,'কোন প্রতিবাদ
করতে পারিনি। বলতে পারিনি ওরা মানুষ,
ওদের নাম আছে?'মাগি' তবু ওরা কেন শুধুই ,পরিচয় আছে ,
ওদের নিয়ে রিসার্চ হয়... ফিল্ম হয় ,
তবুও সড়কের দুধারে পাতা বেঞ্চগুলো
কখনও ফাঁকা থাকে না।

বিকল্প পথের সন্ধান না করে
পৌরষাবৃত সমাজ ওদেরকে একটাই পরিচয় দেয় ।'মাগি'–

## বৃক্ষগাথা

কাকলী মাজি
ইংরেজি বিভাগ,স্নাতক

এখন তুমি কষ্টসহিষ্ণু
ওহে ! ছায়াপ্রদায়িনী ছায়াতরু
ছোট্ট বীজ হতে সৃষ্ট তুমি
কীভাবে হলে জীবনদায়িনী ।
রৌদ্রপ্রকোপ মাথায় ধরে
স্বস্তি যে দাও হৃদয় ভরে।
বৃষ্টি বাদল বজ্র মেঘে
উন্নত শির যায় না নেমে।
ঝলসে যাওয়া পত্রবিশেষ, রৌদ্রপোড়া তনু
শ্রাবণ ধারায় ছোঁয়ায় দেখো, সাতরঙা রামধনু ।
হায় ! ফলদায়িনী প্রাণময়ী
কষ্ট যে তোমার চিরদিনই।
কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত গৃহ, পুষ্প দ্বারা সজ্জিত
তোমার ধ্বংসে লিপ্ত তবু, অমানুষেরা উন্মত্ত
শ্বাসের উৎস, পাখির আলয়
তবুও জীবন তোমার সঙ্কটময়।
বলে, যায়না  শীত একতা মাঘে
বুঝি দিনটা তোমার এল তবে।
প্রাণঘাতক নৃসংশক, পশুরূপীর দল
করোনা এসে কেমন তোদের, জব্দ করলো বল।
ভালোবাসার যত্নে আছে জীবনধারার সুর
একটু খেয়াল রাখলে তাঁকে, বাঁচবি তোরা মূঢ়।

ভগ্ন হলে স্বেচ্ছাচার, মৃত্যুলীলার উপসংহার
করবে তুলে জীবন আবার, সুস্থ-সবল চমৎকার।

## অভিযোজিত ভালবাসা

ঋত্বিক দে

নিষ্প্রাণ অবয়ব ছোটে প্রাণের সন্ধানে
অভিযোজিত হবার নেইকো সময়
জীবাশ্ম দিয়ে উঁকি পলেস্তারার গোপনে
মনের ফিনিক্স বাঁধিয়েছে বাসাও নিশ্চয় ।
ডারউইন যেথা বিকল্প গল্পের খোঁজে
কুহুধ্বনি ডাক ছেড়ে করেছিলে আলাপন,
অন্ধকার চেয়েছিল মুক্তি পূর্ণিমার সাঁঝে
দূরবীন রচেছিল মোর ভালবাসার সন্ধিক্ষণ ।
সেই সৃষ্টির গল্প প্রতিধ্বনিত জাদুঘরে
নিষ্প্রাণ ভালোবাসায় তোমারই সঞ্চার,
সময়ের কাঁটা প্রোথিত হৃদমাঝারে
তোমারি হাতের স্পর্শে হোক মোর ভালোবাসার বিস্তার।

## মা সরস্বতী

লিপিকা মাহাত
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ

সরস্বতী মা গো তোমায়
করছি ডাকা ডাকি
তবু তুমি আমার কথা
শুনতে পারছো নাকি।
মাগো আমার অনেক আশা
রেজাল্ট ভালো করি
তাইতো তোমার পায়ে ধরে
করছি ডাকাডাকি।
একটু বিদ্যা দাওনা মাগো
তোমার ঝুলি থেকে
তোমার কাছে অনেক আছে
কি হবে এত রেখে।
আমি সফল হলে মাগো
আমার হবে সুনাম,
তোমার পায়ে মাথা রেখে
তাইতো করি প্রণাম।

## মেয়েটির নাম দুর্গা

নীলাঞ্জন গাঙ্গুলী

মেয়েটির নাম দুর্গা সরেন
কোন একটা মফঃস্বলের,
নাম না জানা কোন সাঁওতাল গাঁয়ে থাকে।
সূর্যের প্রথম কিরণে,
যখন নীল পদ্মের পাপড়ি বিকশিত হয়
তখন ব্যস্ত হাওড়া স্টেশনে নেমে,
আধ মাইল হেঁটে সে বাবুদের বাড়ি যায়।
পরপর তিন, তিনটে বাড়িতে কাজ করে –
ঠিকে ঝিয়ের কাজ।
ক্লান্ত পায়ে পরিবারের সুখে থাকার খোরাক
জোগাড় করে বাড়ি ফেরে সন্ধ্যে ছ'টায় ।

মেয়েটির নাম দুর্গা সরেন,
মা দুর্গার মতোই তার চার ছেলে-মেয়ে,
স্বামী ও শিবের মতই, নেশাখোর-বাউন্ডুলে,
রান্নার হাত ঠিক যেন অন্নপূর্ণা।
আকল পড়া দশ হাত –দশ দিকে মেলে,
সামলায় ঘর ও বাহির ।
একদিকে উত্তম রাঁধুনি, ঠিকে গৃহিণী
অন্যদিকে ম্যাট্রিক পাশ; ছেলেমেয়ের শিক্ষাদায়িনী।

মেয়েটির নাম দুর্গা সরেন,
অভাব তার নিত্য সঙ্গী ,

কুড়িয়ে – বাড়িয়ে সংসার চালানো
সিদ্ধহস্ত  বিদ্যা তার।
জীবনে কখনো একটাকাও –
মেহনত ছাড়া নেয়নি কারো কাছে ।
জন্ম থেকেই খিদের জ্বালায় ভুগেছে,
কর্মের মুল্যটা, তাই এত বেশি বুঝতে শিখেছে ।

মেয়েটির নাম ছিল দুর্গা সরেন,
যে বাড়িতে কাজ করতো,

গিন্নির নাকি গয়না চুরি গিয়েছিল,

প্রায় লাখ টাকার গয়না !
আর তার সাথেই চুরি গেছিল-
দুর্গার চার বছরের বিশ্বস্ত থাকার দামটা ।
দিনটা, অকালবোধনের চতুর্থী,
শরৎ শুভ্র মেঘেও, কাজল কালো আষাঢ়ের
একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এক বাড়িতে চোর বদনাম পাওয়ায়
আর কোন বাবুই তাকে ঝি রাখতে চায়নি।
কাজেই নিরুপায় গোল ফাঁসটাই ছিল,
তার জীবনের অলিখিত পরিণতি ।
বোধনের আগেই হল বিসর্জন,
আরো এক নাম না জানা দুর্গার,
চিরকালীন সমাপ্তি ।

## অপেক্ষায়

সেখ আম্মারুল,
ভূগোল বিভাগ,

আমার রাত জাগা স্বপ্নের বীজগুলো দিক-বেদিক,
একই কথা স্মরণ করে।
অভিশপ্ত নমুনার দিনগুলো
বিরহের চিত্র অঙ্কন করে ।
কলমের স্পর্শে মানবিক বঞ্চনায়
গুগলের সঙ্গে আবেগাপ্লুত।
টিউশন না যাওয়া অস্থির সাইকেলটি
একাই মেসে পড়ে থাকে
বিদ্যার্থী বন্ধুদের প্রতিচ্ছবি
আজ হঠাৎ !
খাতার মাঝে অস্থিরতা করে তোলে।
ভাইরাসের প্রকটে বিচ্ছিন্নভাবে
আমি একাই অধীর অপেক্ষায় !
আমি রাতজাগা আনমনা পথিক।
আমি প্রতি রাতের প্রদীপ
আমি একঘেয়ে প্রকৃতির জড়তা
প্রলয় মেটানো রাতের সভ্যতা।

## করোনার শত্রু

শুভদীপ সরকার, জীববিদ্যা বিভাগ

বিভেদ আছে দেশে দেশে,
বিভেদ আছে বিদেশে ;
কিন্তু করোনা ভেঙেছে সব বিভেদ,
আক্রান্ত করেছে রাজা থেকে প্রজাকে
বিভেদ আছে মতে,
বিভেদ আছে ধর্মে;
কিন্তু করোনা ভেঙেছে সব বিভেদ,
আক্রান্ত করেছে নাস্তিক থেকে আস্তিককে।
আনেক হয়েছে তোমার খেলা,
হয়ে এসেছে যাবার বেলা ।
মানুষ হয়েছে গৃহবন্দি,
তুমি হবে এবার ফ্রেমবন্দি
ইতি,
করোনার শত্রু
কোভ্যাক্সিন।

## টুপ-টাপ -টুপ

প্রতিমা পাল

সারাদিন টুপ-টাপ –টুপ,
থামবে কী তোমার
এ ভেজা রূপ ?
সকাল থেকে শুরু হল
এইবার কী গেল,
ভয়ে ভেবে ছোট্ট খুকি
লুকিয়ে থাকে আজ।
সোনার রোদ আসবে যখন,
বাইরে বেরোয় যখন-তখন,
দরজা খুলে তাকিয়ে থাকি
আর কিছু কী আছে বাকী ?
ঢেলে দিলে তো সব রূপ,
এবার কী থামবে তোমার
টুপ-টাপ –টুপ !
দেখতে পেলাম সোনালি রোদ
শুকনো ভেজা মাটি,
ছোট্ট খুকি হেসে বলে
এই তো আমার মাটি...
আকাশটা তখন ছিল কালো
এবার হল নীল,
লুকিয়ে থাকা রঙগুলো যেন,
চারিদিক করে দিল রঙিন।

## অকবি

সৈকত মাইতি

কবি আমি নয় যে মোটেই,
খেয়াল খুশি চালাই কলম ;
কবিতায় লিখি রোজ যতটুকু,
খুঁজে নিও তাতে মনের মলম।

আমরা যারা এমনই লিখি,
ভুল ত্রুটি তো অনেক থাকে;
তবুও বুঝতে চেষ্টা করি,
মন দিয়ে মনের আবেগটাকে।

আমার তেমন ভাষাজ্ঞান নেই,
ছন্দ শেখাও অনেক বাকি;
ভেবে বলতো আজ তোমরা,
নিয়মে মন বাঁধা পড়ে কি ?

তাই যে কিসব হিজিবিজি লিখি
ভালবাসা পাই, নিন্দো পাই,
কবি হওয়ার যোগ্য না তুই !
সব শেষে আমি মনকে বোঝাই।

## জীবন

অনুশ্রী দাস
ML.T

জীবন যেন ধন্য আজ, জীবন যেন মুক্তি,
জীবন হল চিরদিনের পাশে থাকার চুক্তি ।
জীবন যেন পথভোলা মরু ঝড়ের হাওয়া,
জীবন ছিল হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট কুটির ছায়া।
অজানাকে জানা আর সত্যকে জয়,
হার-জিত সবই ছিল মিথ্যে কিছু নয়।
আকাশ ছুঁতে পারব কিনা জানা আমার নাই,
দিনে-রাতে হোঁচট খাওয়া জীবনটাতেই হয়।
ঝড় বৃষ্টি আসবে যাবে কত শত পাড়ে,
মিটবে নাতো ইচ্ছে স্রোত সেই ঝড়ের আঘাতে।
বন্দি জীবন চাইনি তাই, চেয়েছি এই মুক্তি।
ভিড়ের শেষে পাব যেথায় আশার আলো একটি।
চলার পথ একলা হলেও চলতে হবে আজ,
সঙ্গী হবে নিজের ছায়া ভয় করিনা তাই ।
ঘুচবে আঁধার আসবে সকাল জয়ী হবে সত্য।
মিটবে কালো জ্বলবে আলো জীবন হবে স্পষ্ট।

## নিয়তির খেলা

তনুশ্রী মণ্ডল, M.A

এই পৃথিবীর গোলকধাঁধায়
ঘুরছে নিশিদিন
সুখে-দুঃখে আমার জীবন
কাটছে প্রতিদিন ।

মায়ার জগতে খুঁজি
থাকুক সব সময় রঙিন দিন,
অজানা রোগের আতঙ্কে
হারিয়ে না যায় একদিন ।

পুরনো দিনের মুক্ত স্বপ্ন
করি আজও স্মরণ
প্রকৃতির রূপকে করতাম সমর্থন,
খোলা মনে সব কিছু করতাম গ্রহণ ।

জানিনা কিভাবে পাল্টে গেল
আমার পুরো ভুবন,
ফিরে পাবনা আগের জীবন
হলো মনের এক নবীকরণ ।

ভালো মন্দের বধির জীবন
জানিনা কোন কারণ
নিয়তির হাতে পুতুল হয়ে
ভাগ্যের অধীনে আসবে মরণ ।

## ভোর

হিমাংশু শেখর বধূক
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

এই তো সবে জ্যোৎস্না আলো
বেরিয়েছে আকাশে,
নরম সাদা পাথরের উপর
পড়ছে তার ছায়া
তবে কী ভোর হয়েছে ?
আঙিনায় দোয়েল ডাকে
বাঁশবন থেকে ভেসে আসে কোকিলের ডাক,
মাঝে মাঝে প্যাঁচার নিরন্তর ধ্বনি,
সাদা আকাশে জমাট বেঁধেছে কালো মেঘ
তবে কী ভোর হয়েছে ?
ঢলে পড়া দুটি চোখ সবুজ দেখে,
প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে আমার হৃদয়,
বারবার যেন ফিরে আসতে চায়
সেই ভোরের কাছে।
একাকী অর্জুন হয়ে নিঃশব্দে !
আমি ডুবে আছি লাল গেলাসের
গভীর খাদে।
আমি সাঁতার দিচ্ছি নীল গেলাসের
অন্তরমহলে।
জীবন সায়হ্নে জেগে উঠে দেখি
ভোর হয়েছে,
যেতে হবে অনেক দূরে
পথ এখন বাকি আছে।

## ব্যথা

মঙ্গলা প্রতিহার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

কাকে বলবো আমাদের কথা,
কে বুঝবে এই দীন দরিদ্র, অসহায় মানুষের ব্যথা।
আমরা এই দেশের নাগরিক, আমরা ভারতবাসী।
আমাদের অপরাধ আমরা দরিদ্র, কুলি
জনমজুর বা ভাগচাষী
লেখাপড়া জানিনা মোরা, অর্থও নাই।
যে যা খুশি বলতে পারে,
যেন কোন বাধা নাই।
সুখের কথা ভাবিনা মোরা, দুঃখ তাতে বাড়ে।
যে দিন আনি যে দিন খাই নইলে অনাহারে।
ঝড়- জল- রোদ- বৃষ্টি তবুও কাজের আশায় যাই
দু-মুঠো খাবার মোদের জোগাড় করা চাই।
মান অপমান দুঃখ কষ্ট লাগে না গায়।
এই তো বেশ বেঁচে আছি ভগবানের দয়ায়।
রোদে পুড়ি বৃষ্টিতে ভিজি ভাঙা ঘরে মোদের বাস
ভোগবিলাস আনন্দ উৎসবে
অলসতার নেই তো অবকাশ।
অপবাদ অপমান দুঃখ ভরা জীবনে,
শুধু যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা ।
এদেশের কাছে লড়াই, জীবনে শুধু বেঁচে থাকার লড়াই।
লড়াই করে বাঁচতে চাই।
কিন্তু আর কতদিন, আমরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত,
চিতায় বা কবরে গিয়ে, আমরা একেবারে হব শান্ত।

## স্বপ্নের অপমৃত্যু

সুস্মিতা দাস
স্নাতকোত্তর, গণিত বিভাগ

আমরা যারা বাঁচার আশায় রোজ নতুন নতুন স্বপ্ন সাজাই
প্রতিটা দীর্ঘশ্বাসে তারাই সর্বস্ব খোয়াই।
প্রিয় অভিনেতা, অভিনেত্রীর চরিত্রে মনোনীত
মধ্যবিত্ত বাবা মা রা
কত রাত অভুক্ত থেকে সন্তানের স্বপ্ন বাঁচায় সেটা কেবল আমরাই জানি।
ফুটপাতে ফুল বিক্রি করতে থাকা মেয়েটা কিংবা
লোকাল ট্রেনের সেই হকার ছেলেটাও স্বপ্ন দেখে
ভালো থাকার,
কিন্তু ভালো রাখার কর্তব্যে প্রতিনিয়ত ধাক্কা খেতে থাকা
স্বপ্নগুলো একদিন মারা যায়,
জায়গা পায় দূরের কোন ডাস্টবিনে।
হাঁ আমরা এমনি এক শহরে বাস করি যেখানে মধ্যবিত্ত
বাবা মা আজও রক্ত বেচে স্বপ্ন কেনে।
আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত।

## ভারত-ভারতী

দেবীপ্রসন্ন সাউ

ভারত দেশ মোদের ধরমের দেশ
রহিছে এখানে তবু কেন বিদ্বেষ ?
তপন উদিত হলে আঁধার পলায়,
দেশ যে স্বাধীন তবু কেন ভীতি রয় ?
শঠতা বাড়িছে আর সন্ত্রাস ভয়,
মোচন কেমনে হবে জাগিছে সংশয়।
দেশেতে নাহিগো আজ গান্ধী ও সুভাষ,
রঞ্জিত করিবে দেশ নাশিবেগো ত্রাস।
ধরিবে দেশের হাল কেবা আছে নেতা,
রক্ষিবে মোদের দৃষ্টি উচ্চে রবে মাথা।
মেধাবী নেতারে সেই করি আহ্বান,
রঞ্জিত করিবে দেশ বাড়াবে ইমান।
দেশবাসী যুক্ত হবে প্রেমের বন্ধনে,
শহিদের ইতিহাস রাখিবে স্মরণে।

## বিরহ

Srikrishna

বিরহ
সে যে এক
অদ্ভুত সুন্দর যাতনাময়ী !
সে কথা জানা হতো না তুমি না থাকলে ।।
বিরহ
না থাকলে, কবির
কবি হয়ে উঠা হতো না ।
বিরহ
না থাকলে, কবির
কবিতার মানেও খুঁজে পেতাম না ।
বিরহ
না থাকলে,
আমার আমিতে, তুমি
আজ, আমি হয়ে থাকতে না ।
বিরহই,
প্রকৃতিকে নতুন রূপে,
নতুন সাজে চিনতে শেখায় ।
বিরহ না থাকলে,
মিলনের আনন্দ কোথায় ?
বিরহই মিলনের প্রকৃত ইন্ধন জোগায় ।।

# বিভাগ - ইংরাজী কবিতা

## Divided Self

Satyajit Maji
MA (English)

It's because of the unseen laaws in the world
I'm separated from my self
I've your sweet rememberance,
With you our mutually rejected love.

You steal my heart
The world loots my love
My corpse is of one
My heart is of other.

That I'll get you in my dream
I have lost this scope even
How can I get your dream,
As I can can't sleep!

**YOU**

Punam Laga
PG ,Dept.- English

I want to love you in that way
Which is still invisible to the lovers of the universe.
Because you are the wings
That make me fly.
You are the rhythm of my verse
And you are the only one
Who makes my dreams so high.
Let's make a world for us
Which only dwells for you and me.
Let's break the gate of my limits
Because you are the only key.
I want to love you with all my heart
So that no one can snatch you from me.

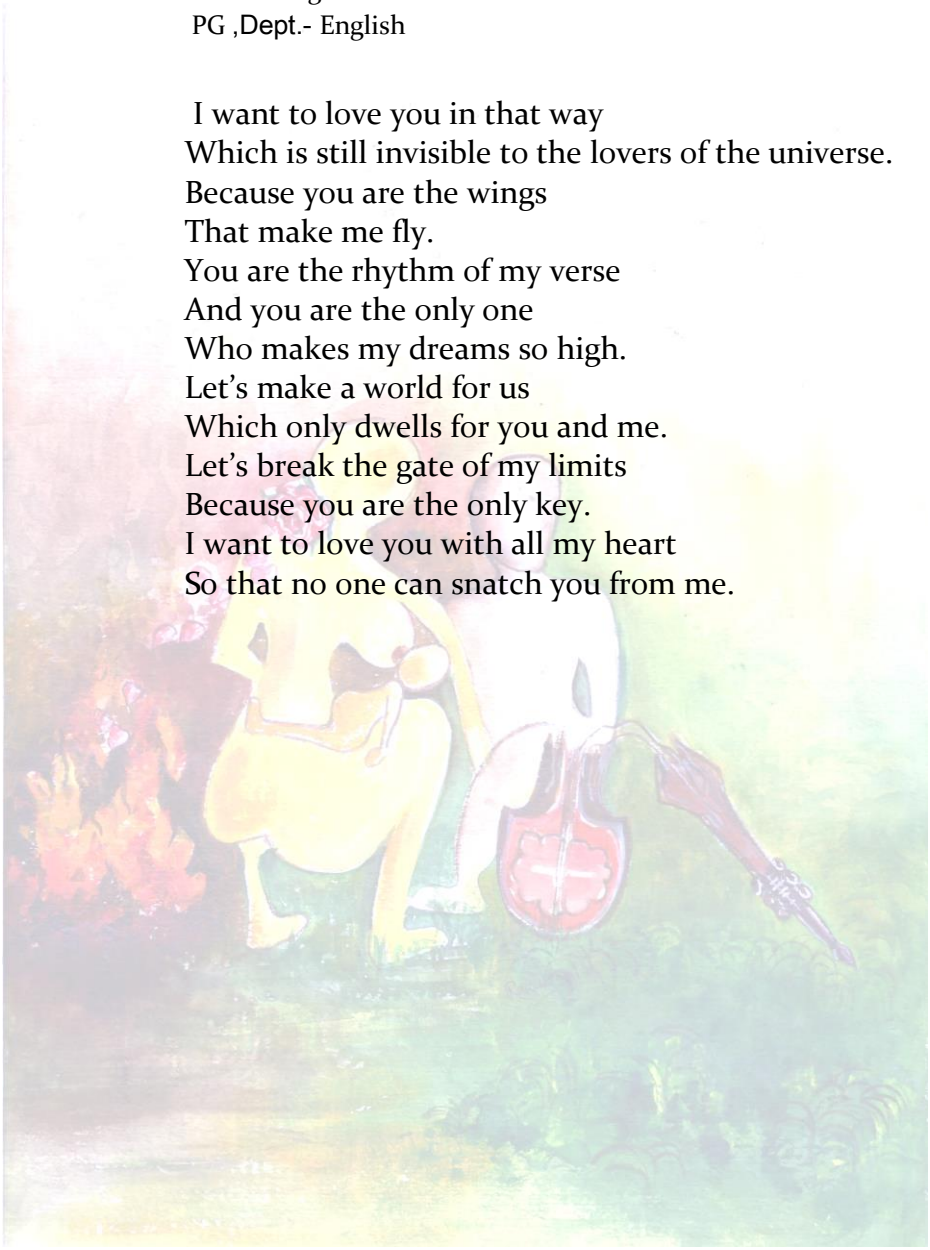

**Friends**

Suvasish Das

Beauty is a dream;
Don't touch, it will be fades away.
Life is a story;
Don't write, it will be perished.
Mind is a temple;
Don't break, you will commit sin.
Friend is own;
Don't forget, you will lose oneself.

## I Dream of

Shreyashi Maity
PG ,Dept. - English

A better tomorrow, there will be no cruelty, no harmful disgust
A trustworthy tomorrow with shining armor.
A caring tomorrow, where the thousand sleepless nights
will be in sleepy mood in their mother's lap.
A pure tomorrow, where will no codependency,
the broken generation will be busy in healing and growing.
A healthy tomorrow, where the Pandemic will be turned into a devastated story in our yesterday dairy.
Pure breathe will be surrounded by us,
two besties will seat in one brench and sharing their meals,
a maskless travel will be the witness of hundred reward smiles.
A free tomorrow, where cellphones will not dominate our daily life,
one day they will must get bored by their aimless scrolling.
A nutritious tomorrow, where children will must not be the victim of malnutrition,
there will be no chimney sweeper in Blake's artistic world.
A nonjudgmental tomorrow, where will no stupid rumors with a woman's virginity.
A suicide free world, where the adult population
will not be suffered from depression.
But there's no need any perfection
because the perfect is lame.
I dream of an unadulterated world,
where in between the amazing and awful
we need positive action to come true.

## The Meeting

Nilava Chakraborty
PG,Dept.-English

In the west when the sun will kiss the ground,
We will meet again casually waking around.
It'll be the time, when we both have a new start...
But for a moment it'll feel like we haven't got apart.
Gradually we will ask each other ' Hey! How're you?'
Even knowing inside what we are going through.

Even I know the answer from now, and it'll be the same!
But inside we'll not be alright like a shattered photo fame.
I'll be thinking of an unspeakable verse, which has come to an end,
And you will greet me again, just as an old friend.
It will be that same lake side, where we used to sit, talk or fight...
But now nothing will be the same... As the day remain or the night.

I wish the World stop spinning and we die,
And wake up in an eternity where will only be love and no lie.
Sometimes I wander if I'm the only one, do you even remember me?
Or it's just the distance between us that I can’t see!
I don't know where you're right now or if the God will allow...
But we will meet again... That's all, that's all I can say for now!

## Intellectual Independence Of Mother India

Sourav Khanra
P.G,Dept. - English

Hey! great Mother wake up
Let's watch your historic flag.
From the bottom to the top,
It touches the sky;
Also feel blossom of a new era,
For you the gentle wind carrying out aroma.
For you I am worrying from
Nights after nights and days after days,
It passed like thousand years.
And I am in a dilemma like Hamlet:
'To be help or not to be help',
As you are now free and not bound by any chain.
You must be proud as
You have the great Constitution.
Many Articles and Sections already pulled your hands,
Hold them for the name of freedom fighters.
Oh! the Paupers left to protest for themselves;
Now look, they only fights for your rights.
Hey Mother! for the name of our Constitution,
For the name of Bhimrao,
You must hold them and
You must get up like your rising flag.
Look at the face of helpless Farmers and Militaries,
At least wake up for these sons.
For the name of God,
I want to help you. So I must whisper:
'To be help or definitely to be help';
Gradually my love destroys this dilemma.
Look, Every body extends their hands;
Thank you for holding my hands, O great Mother!

## The Unheard Cry

Sumita Mahal

The small cute eyes opend
With a beautifull gleam of expectation
But the baces of her relatires darkened,
Exposing the true face of our nation.

She was unknown to everything,
Just then came a call 'Ting-Ting'
An womanly voice sighed,
God knows what was going on in her mind,
She disrobed the baby's clothes,
And threw her as it it was her foe!

Everyone was shocked but no-one tried
to-sare the girl child who constantly cried,
What sin had she done,
nothing but only one
To be born a girl was the outmost sin
Which took away her life like a pin.

## Afghans - The Living Dead

Sumanta Das
UG, Dept.- English

Oh, You, Afghan Troop

You are in such a power loop

Recapture of Power,

Through a huge blood shower

Think about the women and humanity

It's just like UK's vanity

Were you really trained? How Strange!

Is it true you are ready with modern Equipment?

So, tell me why your spine is bent

There is something mysterious behind

It's just like Corona spreading the fear worldwide

Oh, Great Ruler "Taliban " - You fanatic students!

What is the new process of Female recruitments?

Will the Women have to suffer again?

The hellish torture and excruciating pain?

Now the Afghans are totally under the bullet reign

Hope for the best  Amen, Amen, Amen||

# বিভাগ – প্রবন্ধ

## Festivals of Santals, an 'eco-system' people: A Discussion

Dr. Arpita Raj

(HOD, Dept. of Humanities)

India is a big bio-diverse country with many indigenous communities enriched and filled with different rituals and culture. Among them the Santals are highest in numbers and throughout the Eastern-India they live in many places. Their festivals, rituals, celebration and culture are different from main stream people. They celebrate a great number of religious festivals whole through the year. The festivals are not only occasions but deep-rooted customs and tradition of life. The enriched festivals make their life more colourful. It gives them variety, relaxation and freedom from boredom. The cheerful mind brings them peace and happiness. Religion being an important part of the Santal community's life manifests the brightness of their life. Each of the festival has its own rhythm and tone. The Santal people are very simple and decent. Their society gives us a glimpse of their homogeneity and equality. There is no hierarchy or the story exploitation in their society. This simplicity is reflected in their observance of nature-surrounded festivals. They keep their religious tradition alive and significant by the festivals. They have different worshipping system, different food for eating and different costume during their festivals. These festivals represent the feeling and identity of whole Santal community. Their rituals, singing, dancing, drinking and prayers are the essential features of the festivals. Their own feasting, merriment and celebration provide immense joy to them. The festivals of the whole Santal community intensify their unity in this rapidly changing world. There are very few examples of personal worship in the Santal community. They always enjoy their life in a group. Their festivals too do the same. This trait has helped them to sustain their indigenous identity. The Santal people always try to remain connected with nature. They take nature as the member of their society. The eco-cultural celebration of their festivals has separated them from modernized mainstream culture. Nature occupies an

important place in their culture.
Most of the Santal festivals are celebrated according to the environment. Nature plays an important role for their survival. The other elements extracted from nature are also used in their daily life. The Santal festivals are not only full of enjoyments with music and dance, but also signify the awareness about nature and environment. They are indeed, the worshipper of nature. They take it as their duty. Protecting and taking care of nature show their eco-cultural attitude and their love for nature. The aim of my paper is to show how the Santal community has expressed their love for nature and has maintained an ecological balance through their festival. They show their profound respect towards mother earth. They are very much concerned with the flora and fauna.

Without knowing any theory about the environmental awareness they worship God and Goddess all of whom are connected with nature. I will discuss how their fundamental aim in life is to build up a basic relationship with nature. They have a very less knowledge about global warming, deforestation, climate change, greenhouse effect and other pollution but they understand how important nature is in their life. For their own benefits, to live in a nature friendly atmosphere they have built up an eco-cultural relationship with nature. They prefer to live in forest amidst the trees. The first flower of sal and mohul of a season are offered to God and pray for rain. They know the medical values of sal ,mihul, karam and neem. They never support cutting trees like mainstream culture.

The Santals are the largest tribal group of India. They have entered to their homeland, Chota Nagpur Plateau through Assam and West Bengal. The Santal villages mainly consist of up to 30 houses built on one side of the road covered with trees to shade. Their festivals are so closed to their heart that they have designed it according to their agricultural year. The festivals change with the shift of season. They select the date of the festival looking at the season and environment. The village priest confirms it after the discussion with the elders of the village. The neighbouring villagers also participate and enjoy the festivals. The celebration of the festivals is postponed sometimes due to death of an important person in the village or for the menstruation period of the priest's wife or due the outbreak of disease like smallpox unlike the Hindu culture.

They never go against nature. They worship water, sun, land, fire, and stone i.e. that is call Panchabhutas. Generally the Santal people start their new year from the Bengali month Magh.

They continue seasonally like this:

1. Maghmura- A festival starts at the end of the month of Magh under the sal trees.
2. Baha- it comes as a spring festival of flowers in the month of Phalgun and Chaitra.
3. Eroy sim- A festival of agriculture in the Bengali month of Baisakh and Jaistha.
4. Asari- this festival starts under sal trees and then the tree plantation starts.
5. Karam- in the month of Bhadra it starts as the festival of germination of seeds.
6. Dasai- it comes generally in the month of ashwin i.e. October-November. The male members usually dance behind masks to hide their identity. Later women join with handful of grains.
7. Sohrai- a grand celebration in the month 'kartik' to worship cattle and cultivation.

There are also many festivals related to nature. Sometimes hill, sometimes on the process of cultivation and sometimes on the protection of trees they keep on celebrating their festivals with the fullest joy. In my paper I will discuss some of the select festivals through which they maintain a better ecological balance.

Baha : with the change of season nature decorates itself in her own way. It is celebrated by the Santals in the Bengali month of Falgun(February-March). It is the holiest and biggest festival of Santals to celebrate men's communion with nature. After winter nature and its surroundings begin to change beautifully. Everything remains tender and calm. The flowers, sprouts and saplings begin to come out with a kind of intoxicated aroma. The tribal people who lives near the jungle can understand that atmosphere is ready to welcome the Spring and flower festival i.e. Baha. Sal, Mahua,

Palash, Neem, Peepal, Mango too are in full blossoms. The Santals being overwhelmed with such beauty shower their reverence towards nature. Baha festival in another way also signifies the adolescent period of a girl who is ready to get married now. Nature is also treated in the similar way. The Santals believe that when nature is reproductive, people should not disturb her. That's why they don't pluck flowers, eat the fruits or cut off the leaves and brunches of the trees before the festival, Baha. Women also do not decorate themselves with Sal flowers before Baha. Baha is celebrated for two days in the full moon. They treat nature as a separate entity. They did not do any harm to the soul and body of nature. Pollination also occurs this time for propagating more trees, more fruits, more flowers to keep on biological diversity. Baha means the flower and the sight of blooming flower enchants them. As they live and try to remain in close contact with nature they never think of destroying them. Naturally they shower their love, affection and heart- felt respect on nature by celebrating the Baha. Without the presence of nature or other natural objects they don't do anything. They welcome the beautiful appearance of nature by worshipping them. Baha is celebrated for two days. The Naike or the priest goes to Jaher or puja place which is generally situated at the end of the village. The place is very beautiful and peaceful which is covered and thatched by the sal trees. They clean the place and start worshipping. In the second day some sal flowers are brought from forest by the young men. They offer chicks and then cook and eat them with rice beer. They prey to their ancestors for their well-being. They dance, sing,eat, and drink the whole day. While they sing the Baha song they blow pipes, and play the drums. The women of the village wash the feet of the Naike while he crosses before their house. The Naike then sprinkles water on them. The celebration of Baha fills the heart of the Santal with love. The way they treat the nature, express their love for nature is really praiseworthy.

**Karam:**

The santal people performs more duties towards environment than any other communities through their various festivals. They love mother nature the ost. Theirfestivals reflect the necessity of nature as the base or foundation of their culture. The 'Karam' festival is celebrated in the month of 'Ashwin'(October-November). This festival is also related with agriculture. It is held to celebrate the nature and fertility. The entire

‘Karam’ festival centers on the karam tree.
They completely dedicate themselves to nature. On the day of festival two bachelors take bath, go to the forest,cut down two branches of Karam tree and come back by singing and dancing.

They plant the branch in the ground by using cow-dung and decorate the plave with flowers. They paint the tree with ‘sindoor’ and pour rice-beer. The priest of the village sings ‘karam- binti’ narrating the significance of the festivals, the history of creation and the ‘karam Devata’.There was amyth regarding ‘karam Devata’ is that once two brothers threw the Karam tree angrily and they had to suffer a lot economically. They restored their fortune again by worshipping Him again.

In the Karam festival we can see that the Karam tree is the centre of all rituals and customs. The young girls bring the wood of Karam tree,flowers, and fruits with them. The dancers too use the Karam tree and pass it from one to other. The branch of karam tree is not only worshipped as God but also as Nature. The Santal people never leave themselves alone. Whatever they do, nature is always present with them. Taking care of Karam tree is signifies the taking care of entire nature. It is symbol of their love and concern for environment. If they protect nature one day nature will help them to survive. Their struggle for existence is evident from their activities. Their assistance with nature, flower, and fruits indicate their communion with nature. As they live amidst nature they start depending on them. They have sustained their identity through theirco-operative attitude towards nature. Their economical status, life style, way of living depend on land, water, forest, trees and soil. In their hearts they feel spirituality for nature.
Nature and God is equal to them. In disguise of God they generally worship nature. In their festival the destruction of Karam tree also bears some hidden meaning regarding nature. If people destroy, cut off trees they must bear its result. They may lose the right path. Nature in other way controls human-being’s fate. Their prosperity, development depends on the closeness of nature. Unlike the culture of the main stream society, the Santals remove nature-friendly.
Their rituals, culture, tradition and past history of the festivals carry away us to believe that their love for nature is pore, constant and heartfelt.

**Sohrai:**

Sohrai is one of the most important harvest festivals of Santal. The festival is celebrated at the beginning of winter harvest on the new moon day in the month of Kartik. Sometimes it is also celebrated at the end of Bengali month Poush after reaping and threshing of paddy. The date of the festival is usually decided by the Manjhi so that each and every villager can participate. The daughters and sisters come back to their father's house during the festival. This is a festival celebrated as a thanksgiving ceremony for their corps, their plough, and their cattle and for everything that has favoured to have corps. It continues for more days. In an agrarian society like Santal the cattle plays an important role. The rituals are performed for the proper welfare and taking care of domestic animals. This is called 'got puja'. The cow shed was cleaned and the walls of the houses are painted artistically by Kali matti, Charak matti, Dudhi matti, Lal matti and Pila matti. The candles are lightened in the evening and goes on for the whole night. The moonlit night also blesses them with happiness and enjoyment. The second day of the festival is dedicated to Bonga. They sing and dance and praise nature for their benevolence. The traditional sohrai art presented on the wall has become famous in the world. This colorful art is all about nature and animals. Their habitant with nature is highly appraisable. The art inform us about their respect, love and desire to be with nature all the time. They want to spend life amidst nature. They welcome the harvest. They bring the crop to their home and express their gratitude towards nature.

The Santal people love to live in an eco-friendly environment. To them nature and culture are two different sides of the same coin. One can't sustain without other. They go hand in hand always. Their unity, tradition, culture, nature-love distinguish themselves from the main-stream society. They celebrate their festivals seasonally one after another. Keeping in mind the nature and their beauty they decorate themselves. The Santals cannot hold themselves from participating in this festival. Their hearts, soul all are unite to welcome the nature and its beauty. Their festival is the embodiment of their eco-cultural awareness.

# Negative impact of online classes on students

**Mr. Surendra Patra**
Technical Assistant
Biological science

Online education system has been implemented throughout the world for the students to obtain their education amidst the breakout of COVID-19. The pandemic situation impelled to shut down all educational institutions around the beginning of March, 2020 and over 1.2 billion students world-wide are not physically attending educational institutes. Most of the educational institutes are still using online learning to avoid physical contamination through educational institute. But the problem is that the numbers of e- learning accustomed students are less than the e-learning negative students mostly in India.

At-home learning has many benefits that are crucial to the health of students and family members. Online allows students to be engaged in educational institute while not having to attend physically. It keeps students safe from coming in contact with COVID-19, and is cost effective. Students are able to participate in their regular classes through online mode by using varieties of communicating apps such as Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, etc. This version of learning allows students to participate in online class through

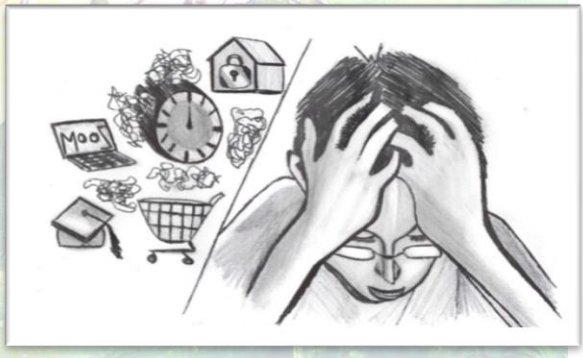

synchronous and asynchronous lessons that teachers give through the educational institutes preferred method of communication. Additionally, by using online learning students are socially distanced from others that could not expose them to the corona virus, so it has many health benefits for students and their loved ones. Lastly, e-learning is cost effective for educational institutes because they don't have to spend as much on training or supplies. Sander Tamm from *e-student.org*. says ''Due to simplified logistics and lowered travel costs, among other factors, learning institutions who utilize e-Learning can expect to save 50% to 70% on overall training costs,". Through these several benefits to online learning, the method sounds extremely positive in its impacts and seems like the obvious choice for educational institutes, but there are also countless negative impacts as well. Negative impacts of online learning are seen in the technicality of the actual use of it. These impacts include how technology is not always efficient, it is harder for students to grasp concepts being taught, and online learning can cause social isolation, and can cause students not to develop needed communication skills. Online classes negative implications can easily be fixed through students coming physically to educational institutions. Several negative impacts are giving below:-

- Online student feedback is limited.
- E-Learning can cause social Isolation.
- E-Learning requires strong self-motivation and time management skills.
- Lack of communicational skill development in online students.

- Prevention of cheating during online assessments is complicated.
- Online instructors tend to focus on theory rather than practice.
- E-Learning lacks face-to-face communication.
- E-Learning is limited to certain disciplines.
- Online learning is inaccessible to the computer illiterate population.
- Lack of accreditation & quality assurance in online education.

# PULSE WIDTH MODULATION

## A leading technique in electronics

Bhairab Mandal
Msc. Physics

When it comes to powering our electronic stuff with variable power e.g speed control of a motor,we are quite familiar with using a variable resistor to vary the electrical power going to the load. But this method is not an efficient way to do so. The resistor reduces the power by dropping some voltage across itself while carrying some current which further leads to power loss in the form of heat.The power loss being the product of voltage drop and the passing current, the resistive power control method does have some power loss.

To solve such problems we use an efficient way to control the delivered power to a load by chopping the continuously supplied power into discrete 'ON' and 'OFF' states with a certain high enough frequency. This method is called pulse width modulation. This method is more effective for inertial loads such as motors, transformers, heaters or other loads which have the ability to react slow.for such inertial loads the rapid turning on and off results in a continuous average power.

**Working principle**: Here we use some square electric pulses to deliver power to our load. If we turn on and off a load with a square wave of high enough frequency, the device gets an average half power when the on and off time of the square wave is equal. We can use this method in case of dimming an LED which is of course not an inertial load but if the LED is repeatedly turning on and off, our eyes observe it as a continuous illumination at an average lower brightness. Here the inertia exists in our vision.

So here is how it magically reduces the power loss nearly to zero. In case of resistive power controlling, at any given instant the voltage drop across the resistor and the current passing through it both have some non zero values then the power loss also have some non zero values. But in case of PWM dimming we use some type of switches to turn on and off the load rapidly. Here during the on state the current passing through it has a maximum value but there is almost no voltage drop across the switch.And for the off state the switch remains open so the voltage across the switch is maximum but there is no current flowing through.Hence in both cases the product of voltage and current is theoretically zero then the lost power is also zero.

But to control a device with high frequency PWM wave, we cannot use mechanical switches because they are slow in operation. So we use semiconductor switches such as transistors (BJT,MOSFET,IGBT,TRIAC etc.). they drop some very low voltage even in fully on condition (depending on VCE sat for BJT, rds_on for MOSFET etc.)and carry some very low current in fully off state (in uA or nA order) and also takes a little time to switch the state between on and off and in that transition state they behaves like resistors.Which further results some tiny power losses. So, we try to minimise the transition period as much as possible. Then the practical efficiency of this PWM method is greater than 90% but not very close to 100%, though it has far enough efficiency over the resistive controlling method, which can become as terrible as 30%.

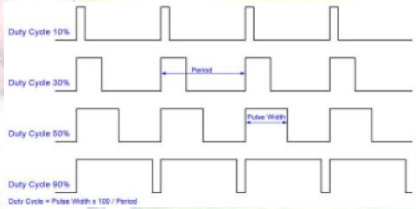


**Duty cycle**: Well,now we know how to deliver 50% of power to a load without wasting significant energy,but how can we make the delivered power 25%,75% or let's say 13%?
Here the main role is performed by the duty cycle of the PWM

square wave. Duty cycle is nothing but the percentage duration of the on time in it's whole time period. So if we want to deliver 33% power to the load, we have to make the on time 33% and the off time 67% of the time period Of the square wave. In this way, we can deliver any amount of power we want in the full scale of 0% to 100%.Here the theoretical power loss is zero.This percentage is called duty-cycle.When the on state duration is greater than that of the off state, the duty-cycle becomes more than 50% and vice versa.

**Applications:** there are many applications of this brilliant method. This method also gives rise to some entirely new technologies like switch mode power supply, class D amplifier and much more. PWM is also used in digital data transfer protocols like SPI serial data protocol,USB protocol where the leading or lagging of data and clock signals, the phase and duty-cycle of PWM signals act as data parameters and carry data in the form of digital bits 0 and 1.

***SM P S***: In a Switch Mode Power Supply we first turn the AC or any other input power into a DC power.Then chop the DC power into a high frequency PWM wave and then it is feeded into an SMPS transformer or inductor to make our custom voltage level without losing much power. The switching frequency being high, it requires small enough transformers compared to the low frequency linear power supplies of the same power ratings. Here the output voltage can be adjusted by varying the duty-cycle. Then it makes highly efficient,low cost ,light weight, powerful power supplies.

**Example:** S MPS is everywhere nowadays in the form of power supply like computer power supply,mobile phone chargers, LED drivers, inverters and even in welding machines. Apart from that the boost converters (DC to DC voltage step up converter) and buck converters(DC to DC voltage step down converter) are very efficient

fixed/variable power supplies.The solar charge converters which are also SMPS which converts the voltage levels of the solar panels to charge our batteries efficiently.

***Class D A mp l ifi e r*** : There are several types of audio amplifier, class A, Class B, class AB etc. Among them, class D is specially designed to extremely minimize the power loss. By doing this we can reduce the volume of the amplifier system by reducing the size of the required heatsink. Class D amplifiers are used in almost every portable device nowadays.

***Theory:*** class D amplifiers, like a magic, become Topper in the performance list by using PWM technique. This amplifier is actually not an analogue device because it does not amplify analogue audio. At first it converts the analogue input audio signal into a digital PWM square wave consisting only high and low states,then amplifies that square wave without losing much power as heat.At the last stage it passes that amplified PWM wave through a low pass filter like a series inductor or an LC low pass network to reconstruct the analogue audio which is then played in the speakers.

***Sampling rate:*** A t the first stage of converting the analogue audio into a digital format, we simply chop the audio waveform into some segments (shown in figure below) and then the voltage change of each segment is monitored and modulated on a square wave as duty-cycle. ie, the higher the audio amplitude, the higher the on time and vice versa. If we take ' n' segments in the waveform of one second duration, then the frequency of the PWM wave becomes n Hz.
This frequency is called sampling rate. To describe the waveform properly, the sampling rate should be at least two times the highest available frequency in the input audio. Since the highest frequency in the audible range is 20KHz,most commonly we use a sampling frequency of 44.1KHz, slightly greater than two times . Further

increase in sampling rate increases the detail in the output audio and improves the quality just like the pixel count in photos. Some other common sampling frequencies are 48KHz,96KHz,192KHz etc. The almost same concept of sampling analogue audio into digital numeric values rather than into duty-cycle is used in digital audio recording, processing or storing in our computers.

***Procedure of conversion(ADC and DAC):*** At the the first stage, the input audio signal is compared to a sampling wave (triangular or sawtooth wave) using an OP-AMP as comparator to create a replica of this in the form of pulse width modulated square wave.(fig:)
The circuit and the waveforms in the fig: explains the procedure of sampling. Firstly a sampling wave is generated by a ramp oscillator then the sampling signal and the input audio signal is fed separately to the two inputs of the comparator. The amplitude of the sampling wave covers the whole range of available voltage in each cycle, therefore it crosses the audio wave two times in a complete cycle. In this way the output of the comparator changes it's statetwice between on and off in a time period of sampling wave making a PWM wave having duty-cycle function of audio wave voltage at any instant. At the next stage, this PWM wave is amplified by some sort of semiconductor switch arrangement like MOSFET.

At the last stage the amplified PWM wave fed into a low pass filter like series inductor. The inductor having inertial property to react slow, blocks the rapid change in the sampling wave and momentarily stores energy proportional to the duty-cycle then the audio signal is recreated which drives the output speakers. Sometimes in low power amplifiers we use the speaker coil as an inductor directly.

***Pros & cons:*** c lass D amplifiers have some advantages and disadvantages, The advantages are-

1. It is super efficient (above 90%), perfect for battery powered devices.
2. It is light weight,small and portable due to the requirement of small heat sinks and less air ventilation.
3. It usually costs cheaper (per watt). Apart from these, it also has some serious disadvantages,

1.the sound quality is lower than the other types of Amps.
2.It is perfect for low and mid frequency,there is distortion in high frequencies.
3.It has complex design compared to other types of Amps

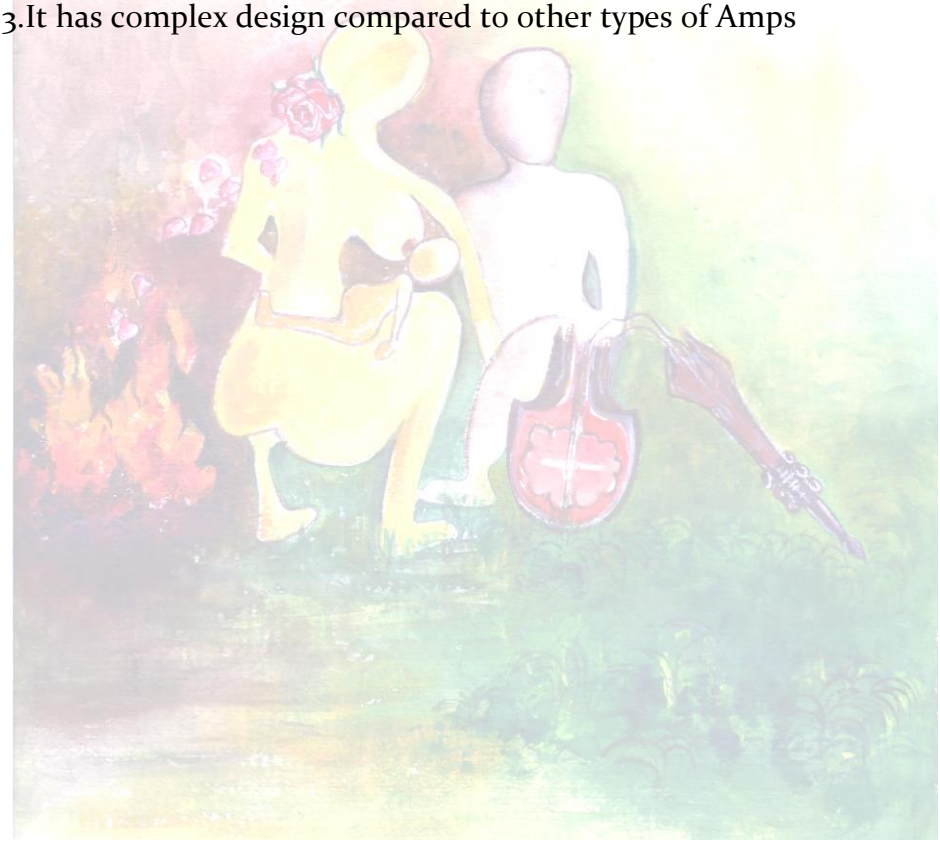

# রূপকথা

সৌজিৎ পান
BM LT

কলেজে ক্যান্টিনের কোনের দিকের গোল টেবিল টাকে ঘিরে, রূপ আর তার কিছু বন্ধু মিলে রূপের পত্রিকাতে বেরানো গল্প টা নিয়ে আলোচনা করছে, তার সঙ্গে সেই পত্রিকার ছবি তুলে গতকাল রাত্রে স্ট্যাটাস আপলোড করেছিল সেটার কমেন্ট গুলো পড়ছে। এমন সময় একটা মেয়ে কালবৈশাখীর মতন এসে সব কিছু উলটপালট করেদিল। মেয়েটা জোরে জোরে চিৎকার করে বললো দেখ রূপ, আমি তোকে আগেও বারণ করেছি আর এখনও করছি তোর কোনো ফেসবুক পোষ্টে আমাকে ট্যাগ করে কিছু আপলোড করবি না, আমি ওই সব পছন্দ করি না। রূপ কিছু বোঝে ওঠার আগেই মেয়ে টা মানে 'কথা' ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল।

রূপের পরিচয় তা একটু দিয়ে দিই, রূপ HS পাশ করে, সদ্য ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে, সঙ্গে রূপের সাহিত্যে র প্রতিও একটা ঝোঁক আছে, মানে একটু আধটু গল্প, কবিতা পত্রিকাতে লেখা ও গীটারে কয়েকটা গান এই আর কি।

এখানে এসে দু এক দিনের মধ্যে কথা র সঙ্গে দেখা হয়। কথা রূপের পূর্ব পরিচিত, ওরা দুজনে একই স্কুলে 8th পর্যন্ত পড়েছে, তারপর কথার বাবা অন্য কোনো জায়গায় ট্রান্সপার হয়ে যায় এবং কথা ওই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়, তখন থেকে ওদের কোনো যোগাযোগ নেই, একে অপরকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কলেজে

হটাৎ দেখে দু জনে দু জন কে চিনতে পারে। দুজনই একই স্ট্রিমে পড়ে, সেই দিনই দু একটা কথা হয়েছিল। তারপর রূপ ফেসবুকে নাম টা সার্চ করে ফ্রেন্ডরিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কথা একসেপ্ট করে নেই। এরপর পর থেকেই দুজনের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে , কলেজে দু জন দুজন কে ছাড়া একদম থাকে না। রূপ ঠিক করে কথাকে প্রপোজ করবে, তাই কলেজে ম্যাগাজিনে কথা কে উদ্দেশ করেই একটা

কবিতা ও  লেখে আর কাল ছবিটা আপলোড করার সময় রূপ ইচ্ছেকরে কথা কে ট্যাগ করে ছিল, কিন্তু তার পরিনাম যে এমন হবে ভাবতেই পারেনি রূপ।
এদিকে রূপ ও হ্যান্ডসাম, রীতি মতো ট্যালেন্টেড  সেও কথা র পিছন পিছন ঘোরার ছেলে নয়, বন্ধুদের সামনে  এইরকম ভাবে অপদস্ত করার জন্য তার ইগো হার্ট হয়েছে। তাই তার পর থেকে 'কথা'র  সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ হয়েগেছে ,দুজন দুজন কে এড়িয়ে চলে। এই ভাবে মাস তিনেক কেটে যায়।

*****

এই দিকে রূপ -রেখা এখন গোটা কলেজের 'রোমিও -জুলিয়েট' সেই কলেজে ফ্রেশার্স এর দিন থেকে। সেই দিন টার কথা ভাবলে আজও রূপের কেমন যেন লজ্জা লাগে। সেই intro নেওয়ার জন্য সিনিয়র দাদারা রূপ কে স্টেজের ওপর ডাকলো, তারপর এক দাদা বললো "সবার সঙ্গে  আগে পরিচয় করিয়ে দিই, এই হলো আমাদের কলেজের IT -1st year স্টুডেন্ট রূপঙ্কর চ্যাটার্জী ওরফে রূপ , এই রূপ আজ আমাদের সকল কে  গান গেয়ে শোনাবে"। রূপ অবশ্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, সে তার প্রিয় অনুপম রায় এর  একটা গান গাইলো, গান টা শেষ হতেই গোটা হল জুড়ে একটা হাততালির ঝড় বয়ে গেল, তবে বেশির ভাগই এসেছিল মেয়েদের দিক থেকে। এই রেস কাটতে না কাটতেই এক সিনিয়র দাদা বললো 'তোকে আমরা প্রত্যেকেই চিনি তাই তোর আর intro দেওয়া লাগবে না, বাট তোকে একটা টাস্ক দেওয়া হবে সেটা তোকে কমপ্লিট করতে হবে', রূপ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। তখন একজন সিনিয়র দিদি রূপ কে বলে "তুই এই বক্স থেকে একটা নাম তুলে নে, যদি কোনো মেয়ের নাম আসে তাহলে তুই তাকে প্রপোজ করবি king khan এর মতন করে, আর যদি কোন ছেলের নাম আসে তাহলে তার সঙ্গে তোকে DJ music এ ভারতনাট্যম নাচতে হবে'। এমনিতে অবশ্য রূপ ও সবে ভয় পায় না, তবে স্টেজের উপর সিনিয়র দের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন লাগছিলো রূপের।

কিন্তু করার কিছু নেই, রূপ মনে জোর এনে একটা কাগজ তুলে নিল। কাগজের মোড়ক

খুলে দেখলো, তাতে লেখা "Dpt of CST, Roll No:-37" রূপ কাগজ টা সিনিয়র দাদাদের দেখালো, তারা তখন CST এর roll No- 37 কে স্টেজে আসতে বললো। রূপ লক্ষ করলো মেয়েদের সাইডের মাঝের রো থেকে একটা মেয়ে উঠে আসছে, মনে মনে ভাবলো যাক ভারতনাট্যম তো আর করতে হবেনা। মেয়েটা স্টেজে আসতেই সিনিয়রএক দিদি বললো তোর intro দে, মেয়েটা বলতে শুরু করলো "My name is Rekha Sengupta, I came from durgapur, purba bardhaman ..... বাকি কথা গুলো আর রূপের কানে ঢুকলো না, রূপ রেখার মিষ্টি গলা শুনে মোহিত হয়েছিল হটাৎ সিনিয়র এক দাদা রূপের নাম ধরে ডাকতেই ওর সম্বিৎ ফিরে এলো। রূপ এর হাতে একটা লাল গোলাপ তুলে দিয়ে বললো, নে এবার তুই রেখা কে প্রপোজ কর,

রূপ নিজের আজান্তেই ফুল টা নিয়ে নেই, তারপর সিনেমার মতন একটা পা মুড়ে বসে পড়ে রেখার পায়ের কাছে, ফুল টা উপরে তুলে রেখাকে বলে "love at first site, তোমাকে প্রথম দেখেই আমার খুব ভালো লেগেছে, I want to Love you ! Do you Love me" রেখা একটা হাত বাড়িয়ে রূপ কে তুলে নেয় , "আপকোর্স ; I also like you ! " রূপ বলে I Love you Rekha, রেখাও রূপ কে জড়িয়ে ধরে

বলে "Love you To Rup". সেই থেকে রূপ আর রেখা গোটা কলেজের রোমিও- জুলিয়েট।

যদি ও সেই দিন, কলেজের সিনিয়র দের টাস্ক পূরণের জন্য দুজনকে ই অভিনয় করতে হয়েছিল, তবুও দুটি সুদর্শন কিশোর- কিশোরী এত কিছুর পরও নিজেদের আটকে রাখতে পারে ! সেই দিনের পর থেকে রূপ আর রেখা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরে প্রেম। কলেজের ক্লাস ছাড়া বাকি সময় তারা একসঙ্গেই থাকে। দুজনে দুজনের বাড়ির সঙ্গেও পরিচয় হয়, ধীরে ধীরে যাতায়াত ও শুরু হয়। এই রকম করতে করতে 4 বছর কেটে যায়, কলেজে থেকে বের হওয়ার সময় আসে।

এরমধ্যে অবশ্য কথা র সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে রূপের। তারা আগের মতো আর এড়িয়ে চলে না, তবে যে বেশ মাখামাখি তাও নয়। দেখা হলে, কেমন আছিস, কি করবি ভাবছিস এই সব দু-একটা কথা হয়।

*****

এই দিকে রূপ আর রেখা কলেজে শেষ করে, কলকাতার একটা নাম করা IT কোম্পানিতে জব নিয়েছে। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। এই ভাবে 2 বছর কাটলো, মাঝে মাঝে অবশ্য রেখার ব্যাবহার রূপের খারাপ লাগতো, কিন্তু রূপ সেটা মানিয়ে নিত। বর্তমানে রূপ ঠিক করেছে এই চাকরি ছেড়ে নিজে একটা সফটয়ার

ডেভেলপমেন্ট এর কোম্পানি স্ট্যাট আপ করবে। আসলে রূপের মতন মাল্টি-ট্যালেন্টেড ছেলেদের কর্পোরেট অফিসে 10-5 জব ঠিক পসাই না । রূপ চাই নিজে একটা স্বাধীন ব্যাবসা করবে, কিন্তু রেখার তাতে মত নেই সে কোম্পানির জব ছাড়বেনা তার ইচ্ছা কোম্পানি তে থেকেই প্রমোশন নিয়েই আমেরিকাতে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী ভাবে থাকবে, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে একটু মতো বিরোধ হয়েছে। রূপ চাকরি ছেড়ে নিউটাউনে একটা রুম নিয়ে এবং দশ জন ট্রেনি নিয়ে ছোটো একটা কোম্পানি শুরু করেছে। রেখা অবশ্য প্রমোশন পেয়ে এখন ট্রেনার অফিসার ইনচার্জ।
রেখার সঙ্গে রূপের সম্পর্কে এর সরাসরি প্রভাব না পড়লেও দুজনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রেখার সঙ্গে রূপের আর সারাদিন কথা হয় না দুজনেই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে । রূপের কোম্পানিও দু একটা কাজ করে ভালোই নাম ডাক করেছে এখন একটা বড় মেডিসিন কোম্পানির সঙ্গে টাই আপ করেছে, তাই রূপের কাজের চাপ বেড়েছে তাই সবসময় রেখার খোঁজখবর রাখতে পারে না।
রেখাও এখন সারাদিন দশ বার ফোনে জ্বালাতন করে না, রূপ বুজতে পারে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরতে আর বেশি দিন নেই।

রূপ রাত্রের দিকে ফোন করে রেখাকে , কোনোদিন রেখা ফোন ধরে দু একটা কথা বলে জানায় , তার প্রজেক্ট নিয়ে খুব ব্যস্ত তাই এবার আর কথা বলতে পারবে না,
আবার কোনোদিন দু তিনবার কল করেও ফোন না তুললে রূপ টেক্সট মেসেজ করে ফোন বন্ধ করে দেয়। তারপর দিন সকালে উঠে রিপ্লাই না পেয়ে কিছুটা হতাশ হয়। একবার ভাবে পুরানো অফিসে গিয়ে রেখার সঙ্গে দেখা করে আসবে, আবার ভাবে অফিসে রূপ কে রেখার সঙ্গে দেখে সবাই সিনক্রিয়েট করে, রেখা সেটা ভালো চোখে নেবে না।
রূপ নিজের মনে হিসাব করে কলেজ লাইফে যাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারতো না, এখন সেই রেখার সঙ্গে হাতে গোনা দু বার দেখা হয়েছে এই এক বছরে। রূপ বুজতে পারে রেখা তাকে ইগনোর করে চলছে, তবুও রূপ এই সম্পর্কটা কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে।
একদিন রূপ প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে রেখা কে কল করে একবার আসার জন্য, চার -পাঁচ বার কল করেও যখন দেখে রেখা কল ধরছে না তখন বার বার টেক্সট মেসেজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই রেখা কল ব্যাক করে, রূপ কে কোনো কথা বলতে না দিয়ে রেখা নিজেই বলে চলে, কলেজের ছেলেদের মতন সারাদিন ধরে ন্যাকা ন্যাকা প্রেম আমার ঠিক পসায় না, আমি যেই রেপুটেড কোম্পানি তে জব করি সেখানে মুখ দেখে মাইনে দেয় না, কাজ করতে হয় কাজ। রূপ বলতে যাচ্ছিল যে সে অসুস্থ তাই কল করে ওকে আসতে বলছিল সেটাও বলার সুযোগ না দিয়ে রেখা বললো আজ বিদেশি ক্লাইন্ট দের সঙ্গে একটা মিটিং আছে সেখানে নিজের কাজ তা ভালো ভাবে

প্রেসেন্ট করতে পারলে সেই প্রজেক্ট টা ওদের কোম্পানি পাবে আর রেখা হবে সেই প্রজেক্ট এর ম্যানেজার, রেখা তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেই সময় রূপ বার বার ফোন করে ওর সময় নষ্ট করেছে। রূপ চুপ করে থাকে কোনো কথার উত্তর দেয় না, রেখা ওই দিকে বলেই চলেছে .... কিছুক্ষণ পর রূপ নিজের অজান্তেই কল টা ডিসকানেক্ট করে দেয়।

রূপ মনে মনে ভাবতে থাকে ওদের সম্পর্কটা তে কোনো ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই, তাই টেনে হিচড়ে এর ভার বহন করা মানে নিজের জীবন টা কে নষ্ট করা, এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে জীবন টা কে নতুন ভাবে শুরু করাই শ্রেয়।

*****

রূপের সঙ্গে রেখার সম্পর্কটা আর নেই এক বছর হলো ওদের সম্পর্কটা ভেঙে গেছে, রূপের কোম্পানি ইন্ডিয়ার নামকরা কোম্পানি গুলোর মধ্যে একটা, সবই রূপের পারিশ্রমের ফল। রূপের পুরানো অফিসের কলিগের থেকে খবর পাওয়া যায়, রেখা এখন প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়ে কানাডাতে পোস্টিং সেখানেই কোনো এক কোম্পানির CEO এর সঙ্গে বিয়ের কোথাও চলছে। রূপ এই সব কথা শুনে শুধু হাসে আর মনে মনে ভগবান কে ধন্যবাদ দেয় জীবনের নতুন পথ দেখানোর জন্য।

একদিন শনিবারে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বের হয়ে রূপ কলেজে স্ট্রিটে যায় দু একটা বই কিনতে, সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হটাৎ দূরে একটা দোকানে কথা কে দেখতে পাই। সেখানে গিয়ে ইতস্তত করে কথা কে ডাকে, Hi কথা, কথা ও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বলে আরে রূপ না, কিরে কেমন আছিস, তোর তো আজ কাল দেখায় পাওয়া যায় না। রূপ হাসতে হাসতে বলে সব কথা এখানেই বলবি না হলে চল কফি হাউসে যায় সেখানেই বাকি কথা হবে। কথা ও রাজি হয়ে যায়। একটা টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসে নিজেদের অনেকদিনের জমানো কথাবার্তা বলতে থাকে সঙ্গে চলে কফি ও চিকেন কাটলেট। একসময় কথা হটাৎ রূপ কে বলে "I AM SORRY RUP, সেই দিন ওই ভাবে বলা আমার উচিত হয়নি, আমি সেই দিনের জন্য খুবই অনুতপ্ত, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দে।" রূপ হাসতে থাকে তারপর বলে ওই সব আমি কাবেই ভুলে গেছি ,তুই এখনো ওই সব ধরে বসে আছিস। কথা কোনো কিছু না শুনেই বললো তুই আগে বল আমাকে ক্ষমা করেছিস, রূপ বললো হমম রে বাবা ওটা আবার চেচিয়ে বলতে হবে। এই

রূপ রেখার খবর কি রে, তোরা বিয়ে করেছিস না এখনো পর্যন্ত চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছিস। রূপ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে সমস্ত ঘটনা কথা কে বললো, কথা ও এই সব

শুনে কিছুটা বিমর্ষ হয় পড়লো, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে রূপের মন অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য, কথা রূপ কে উদ্দেশ করে বললো তুই আগের মতো আর লেখালেখি

করিস, রূপ কিছুক্ষন চুপ থেকে বললো 'না না, ওই সব সময় পাই না, তারপর কার জন্য লিখবো আর লিখেই বা কি হবে। 'কথা বললো কেন তোর নিজের জন্য লিখবি, কোনো কিছুর জন্য কারোর জীবন থেমে থাকে না, তুই জীবন টা নতুন ভাবে শুরু করেছিস তাই এই লেখাও আবার শুরু কর, নিজের প্রতিভা টা কে এই ভাবে নষ্ট হতে দিস না। তোর সমস্ত পুরানো মনোসক্রিপ্ট গুলো আমাকে দিবি আমি পড়ে দেখবো তুই কতবড় লেখক হয়েছিস।' কথাটা শেষ করে কথা হাসতে আরম্ভ করলো।
রূপ এবার কথাকে বললো তোর খবর কি বল, বিয়ে তো করিসনি দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু প্রেম ট্রেম করছিস নাকি সেটা তো বুজতে পারছি না। কথা বলল কর্পোরেট অফিসে কাজ সম্পর্কে তো তোর ভালোই জ্ঞান আছে, তুই বল অফিস থেকে বের হয়ে বাজার করতে মন চায়নি তার উপর আবার প্রেম। তার উপর আবার নতুন বস আসার পর কাজের চাপ এতো বেড়েছে যে নিশ্বাস নেবার পর্যন্ত সময় পাইনি, ভাবছি ওই জব টা ছেড়ে দেব।

রূপ বললো আমার কোম্পানি টা হয়তো এত নামকরা নয়, অফিস টা ও খুব বড় নয় তবে স্টাফরা সকলেই মানুষ আর তাদের সঙ্গে মানুষের মতোই ব্যাবহার করা হয় কোনো যন্ত্রের মতো নয়। তারা কোম্পানি কে নিজের মতোকরে ভালোবাসে। আমি সব দিকটা একা সামলাতে পারিনা , একজন বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন যে আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে আমি একজন সত্যিকারের বিসনেস পার্টনার পাবো যে আমাকে সকল ধরনের কাজে সাহায্য করবে।

কথা এতক্ষন চুপ করে সব শুনছিলো এবার সে বলল কম্পানি ছোট বড় টা ব্যাপার নয় জব সটিস্ফাকশন টাই বড় ব্যাপার , তার পর তোর সঙ্গে যদি কাজ করার সুযোগ পায় তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবো। রূপ বললো থাক থাক আর তেল দিতে হবে না চল এবার উঠি, তাই অনেক দেরি হয়ে গেল।

রূপ বললো কার আছে না টেক্সসি তে ফিরবি। কথা বলল না না ক্যাব বুক করে নেবো। রূপ বললো চল আমি তোকে ড্রপ করে দিচ্ছি। কথা বললো OK No Problemb.

*****

কথা এখন রূপের কোম্পানিতে জব করে, দুজনে মিলে কোম্পানি টা কে আরো বড় করে তুলেছে, কথার পুরানো অফিসের কিছু ক্লাইন্ট এখন রূপের কোম্পানির সঙ্গে

টায় আপ করেছে। রূপের কোম্পানির নাম এখন সকলের মুখে মুখে, ওরা বিদেশেও শাখা তৈরি করেছে, এমন কি রূপের পুরানো অফিসে মানে রেখা যে কম্পানিতে জব করে সেই কোম্পানির সঙ্গে এখন টক্কর চলছে। কথা নিজের দ্বায়ীতে রেখার কোম্পানির প্রজেক্ট রূপের কোম্পানি কে এনে দিয়েছে, এর জন্য রেখার সঙ্গে কথা র দু এক বার কথা কাটাকাটিও হয়েছে।

বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে টেন্ডার এর সুবাদে রূপের সঙ্গে রেখার দেখা হয়েছিল একবার ,সে তার নিজের কোম্পানির র‍্যাঙ্ক, ইয়ারলি ট্রানজেকশন এই সব নিয়েই ব্যস্ত, রেখা কে দেখে মনেই হয় না তার সঙ্গে দু বছর আগে রূপের রিলেশন ছিল । রূপ রেখার সঙ্গে দু একটা কথা বলে বুজতে পারলো রেখা আজও সেই উচ্চবিলাসী, আত্মঅহংকারী রয়েছে।

এতোদিনে রূপ বুজতে পারলো আসলে রেখার সঙ্গে তার প্রেম হয়নি যে টা ছিল সেটা হল ইনফচুয়াশন, ভালোলাগা।

এদিকে এক সপ্তাহ কথার সঙ্গে রূপের দেখা না হওয়াতে রূপের মনের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠছে, কথাকেও কিছু বলতে পারছে না, রূপ মনে মনে বুজতে পারছে কথার সঙ্গে তার সম্পর্ক টা আর বন্ধুত্বে আটকে নেই, এখন সেটা ভালোবাসাতে পরিণত হয়েছে, এই অবস্থা তা আগে কোনোদিন বুজতে পারেনি রূপ, তাই কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

কিছু না ভেবে পেয়ে রূপ কল করলো কথা কে, কিরে বাস্ত আছিস। কথা বলল না বল এরপর রূপ এক নিঃশ্বাসে বলতে আরম্ভ করলো দেখ কথা তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সেই ছোটবেলা থেকে আমি চাই এই সম্পর্ক টা কে সারাজীবন টিকিয়ে রাখতে , তোর মোতামত একটু জানা প্লিজ। কথা না বোঝার ভঙ্গিতে বললো ঠিক বুজতে পারলাম না তুই কি বলতে চাইছিস, প্লিজ ভালো করে বল। রূপ দেখ তুই মানবি কি মানবি না সেটা তোর উপর নির্ভর করছে অবশ্যই তবে এইটুকু বলতেই পারি আমি তোকে ভালোবেসে ফেলেছি, বাকিটা তোর উপর । কথা হাসতে আরম্ভ করলো তারপর বললো সেই প্রাইমারী স্কুলে তুই একবার প্রপোজ করেছিলি, আমার ডাইরি তে টাইম,ডেট সব লেখা আছে এমনকি তুই কি রং এর জমা পড়েছিলো সেটাও। রূপ বললো তার মানে কী? কথা বললো তোর মুখ থেকেও এই কথাটা সোনার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করেছি , হাঁদারাম তোর এটা বলতে এতদিন সময় লেগে গেল, এত বছর রেখার সঙ্গে প্রেম করে যে কি শিকলি কে জানে।

কিন্তু এই ভাবে প্রপোজ করলে তো হবে না সাহিত্যিক মহাশয়, এই অবস্থায় একটা কবিতা তো আসা করা যায়।

রূপ বলতে আরম্ভ করলো-

আমার মনের আশা করিবে পূরণ এই মোর প্রার্থণা। রাখিবে বিশ্ব মাঝে তোমারই কাজের নিশানা।

এই ক্ষনিকের জীবনে পেয়ে তোমারই সঙ্গ, করেছি নিজেকে অনন্য।

তোমার হিয়ার মাঝে ছিলাম আমি বুঝিনি কখনো। তোমার হৃদয়ে দিয়েছ স্থান তাতেই আমি ধন্য ।

আর মনে মনে ভাবলো তার জীবন যে রূপরেখা দিয়ে চলছিল সে সব এখন অতীত, এখন সেই সব কিছুই রূপকথা, শুধুই রূপ-কথা

# একালের সারথি

সাইদা ফৌজা নাজ
বিভাগ – স্নাতক, ইংরেজী

আচ্ছা তোমার ডান পাশের দরজায় ওপর টাঙানো আয়না দিয়ে বারে বারে কি দেখছ? তুমি কি তোমার মনের আয়না দিয়েও অনেক কিছু দেখতে পাও ? –সাবধান ! সামনে তোমার সরু রাস্তা, ডাইনে মোড়, একটু বেসামাল হয়েছ কি –একেবারে অক্কা। -একি তুমি বাঁশি বাজাচ্ছো কেন? তোমার বাঁশির সুরে কি শ্রী রাধার 'রন্ধন আওলায়' –যেমন কৃষ্ণের বাঁশির সুরে হতো?

বন্ধু, তুমি যে নিয়েছো রথ চালনার মহাভার। তোমার ব্যাক্তিগত জীবনের কথা, ভাবনার অবসর কোথায়? তোমার রথে অশ্ব না থাকতে পারে, কিন্তু অশ্ব শক্তি আছে। দ্বিচক্রের পরিবর্তে আছে চতুঃচক্রের ঘরঘর ধ্বনি। সুদর্শন চক্র? সে তো তোমার হাতের স্টিয়ারিং। তোমার রথের আরোহীরা ...স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, একালের কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কেউ মাস্টারি, কেউ ডাক্তারি, কেউ প্রফেসারি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ পকেটমারী, কেউ কালোবাজারী, কেউ মস্তানি, কেউ দালালি, কেউ কেরানিগিরি প্রভৃতি নানান বিভাগের সৈন্যরা যে যার হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত।

একদিন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়তে চায়নি কৌরবরা। একালের কৌরবরা কপট কৌশলে কত নিরীহকে ঠকাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ করছে সামান্য কানাকড়ির জন্য

টানাটানির যুদ্ধ; কেউ বা করছে হানাহানি। হে সারথি তুমি তাদের সবাইকে বহন করে নিয়ে চলেছ। কর্মই ধর্ম –যে যার কর্ম নিয়েই আছে। তুমি তো কোনদিন কৃষ্ণের মত বলনি, 'সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

তুমি আবার আয়নাটার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তোমার ঐ রথের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তোমার রথের মধ্যে থাকা যাত্রীরূপি কুশীলবরা তোমাকে আনমনা করে তুলেছে। তারা অন্য যাত্রীদের বাদুড় ঝোলা অবস্থা, চিৎকার চেঁচামেচির দিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছে না। আর তুমি তোমার ডানপাশের দরজার ওপর টাঙানো আয়নারূপ টেলিভিশনে তাদের ছবি দেখতে পারছ।

একি! স্পীড কি ফরটি ! স্পীড বাড়িয়োনা বন্ধু, বিশ্ব রূপের মোহতে আবিষ্ট হয়ো না- হয়তো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। পিঁ পিঁ করে অমন বাঁশি বাজাচ্ছো কেন? যে কালের কৃষ্ণের মোহন বাঁশির সুরে ময়ূর পেখম মেলে নাচতো, যমুনা কলকল শব্দে বইতো, আর ধেনুরা ছুটে ছুটে আসতো। কিন্তু একালের তোমার এই ভেঁপুর শব্দে পথচারীরা পথের দু'ধারে সরে পালাচ্ছে, কত লোকে কানে হাত দিচ্ছে। বন্ধু, চলমান রথের সারথি হয়ে দুচোখ ভরে শুধু দেখে যাও –কখনো শ্যাম ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। কখনো বা কাজল কালো মেঘ থেকে বৃষ্টির ধারাপাত।

বন্ধু ঘাবড়িও না। দেখো তোমার ঐ আয়নারূপ টেলিভিশনে দেখ to sit sixty। ঐ হাতলধারী গাদাগাদি, জনতার মাখামাখি, কানাকানি, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, নখানখি,

চোখাচোখি, ধস্তাধস্তি, গুঁতোগুঁতি, তর্কাতর্কি শেষে চড়াচড়ি, পরে মারামারি নয়তো বাড়াবাড়ি। দৃশ্য তখন জমে উঠেছে। সাবধান বন্ধু! অন্য মনস্ক হলে চলবে না।

সেদিন গোধূলি মুখর এক পড়ন্ত বিকেল। হঠাৎ দূর থেকে লক্ষ্য করলাম প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে সারথির ক্ষণিকের ভুলের ফলে এক সর্বনাশা কাণ্ড। প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু অসহায় সারথির কপালে জুটেছে অশ্লীল গালি, লাথি, কিল –ঘুসি। ভিড় কাটিয়ে কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম- 'আপনারা করছেন কি? একটু ভেবে দেখুন বেচারার দোষ কতখানি' কিন্তু কে শোনে কার কথা। হঠাৎ পুলিশের আগমনে সারথির প্রাণ বাঁচল। লজ্জা, ঘৃণায় আনতশীর সারথিকে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম –'ভাই কোথায় চল্লে! কিছুক্ষণ চুপচাপ, পরে ছোট একটুখানি জবাব, শ্রীঘরে'।

ব্যথিত মনে হঠাৎ চোখে পড়ল কর্দমাক্ত রক্তমাখা একজন 'পোস্টকার্ড'। তাতে লেখা – 'মেয়েটার খুব জ্বর- ভুল বকছে। ঘরে একটাকাও নেই। কিছু টাকা নিয়ে আগামীকাল বাড়ি এসো"।

# বিভাগ - চিত্র

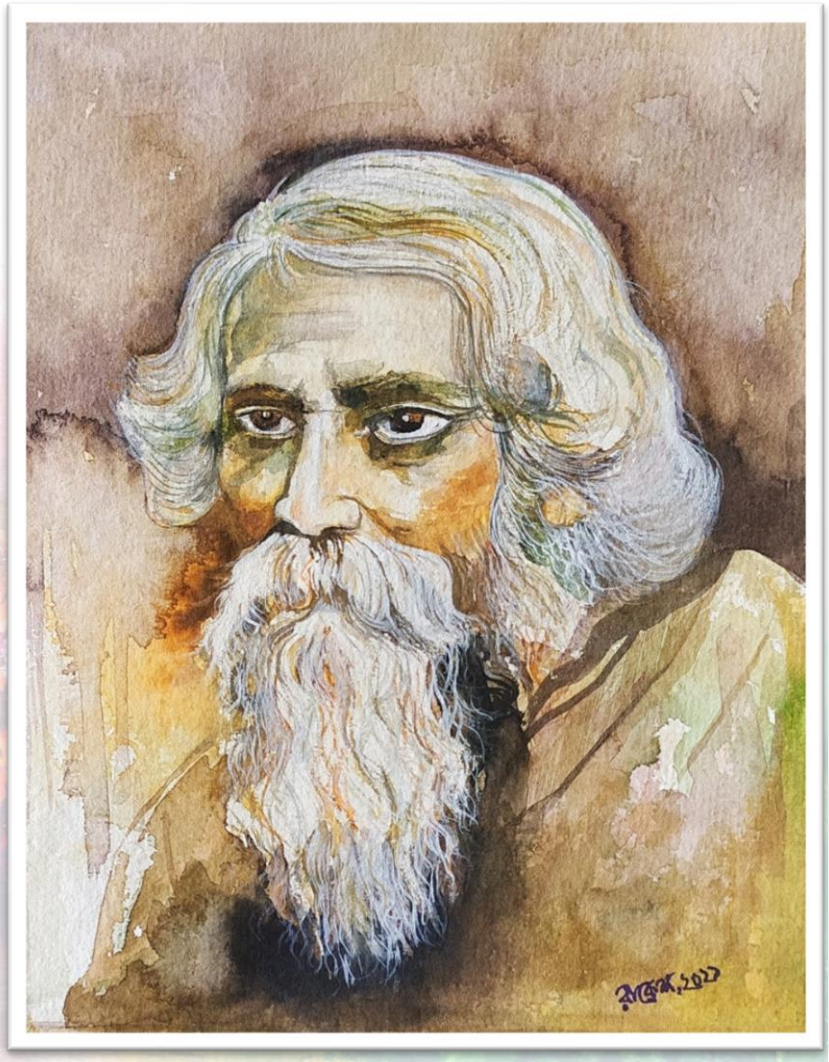

ড. রাকেশ জানা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

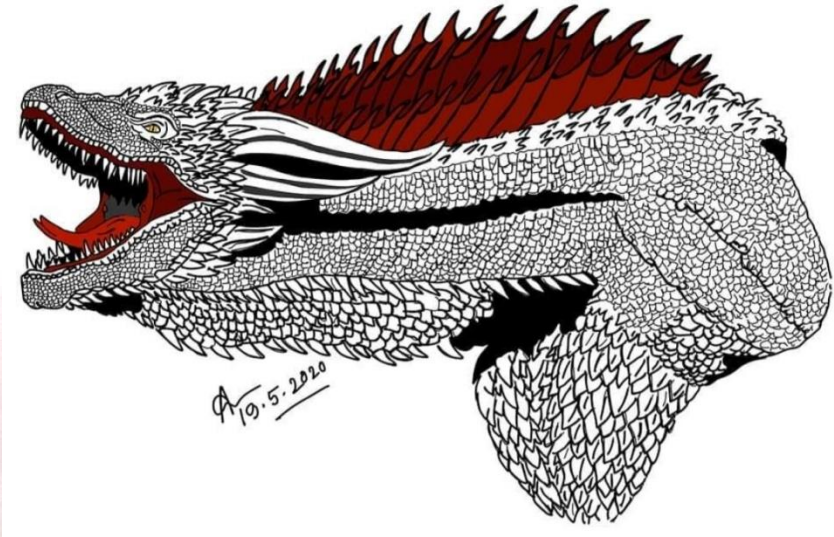


Abhishek Chakravorty
Asst. Prof. in English

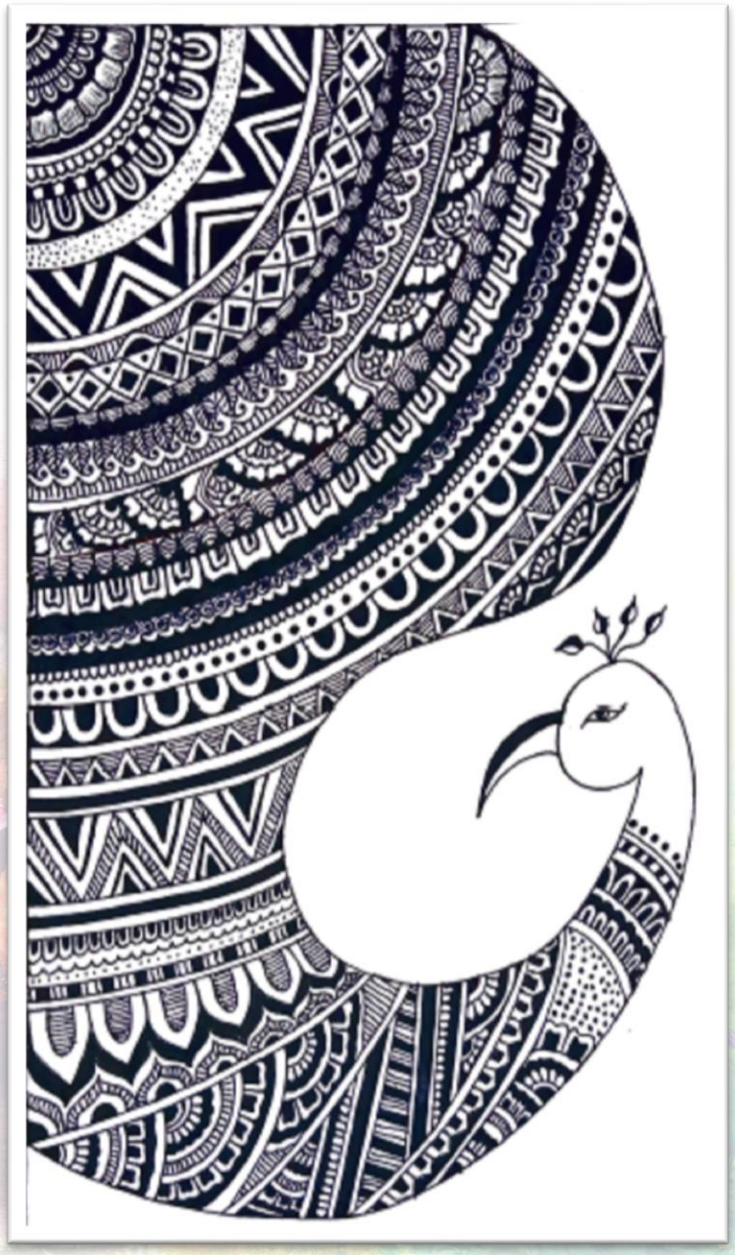

Anisha Rahaman
Dept.- English, UG

Sumita Mahal
Dept.- Chemistry, PG

Bristidhara Dey
Dept.-English

**Alokita Maity**

**Nutrition And Dietetics**

**Midnapore City College**

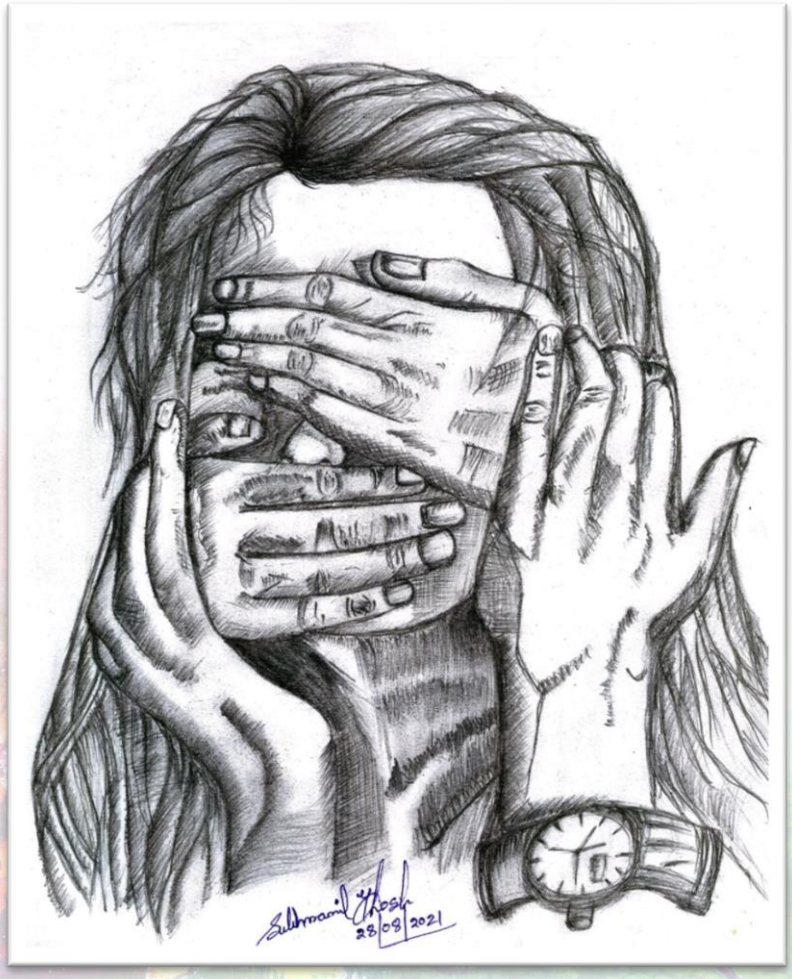


Subhranil Ghosh
Dept.- English, UG

Pratima Pal
Dept.- Chemistry, PG

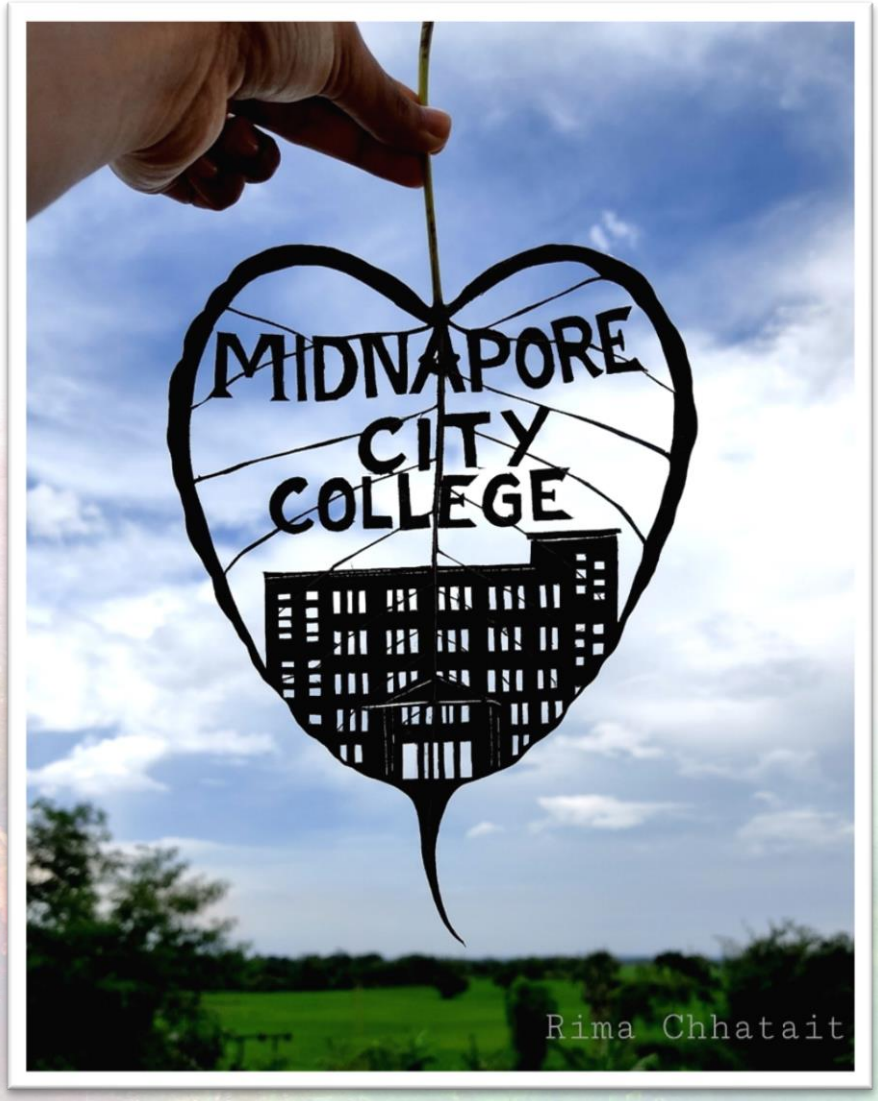
MIDNAPORE
CITY
COLLEGE
Rima Chhatait

Sonami Chakraborty
Dept. - English

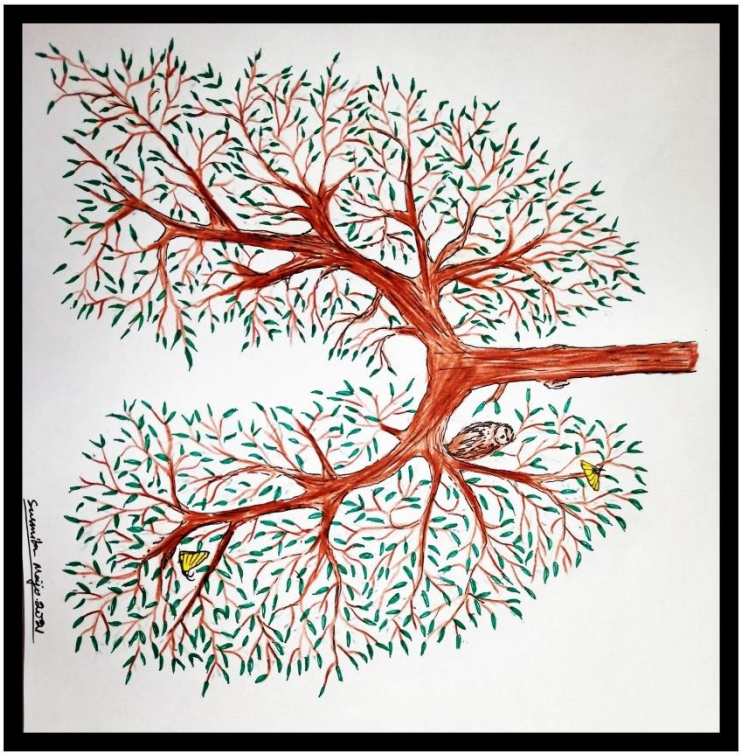

Susmita Maji

Sumita Mahal
Dept. – Chemistry, UG

SUMITA MAHAL
PG Chemistry
3rd Sem

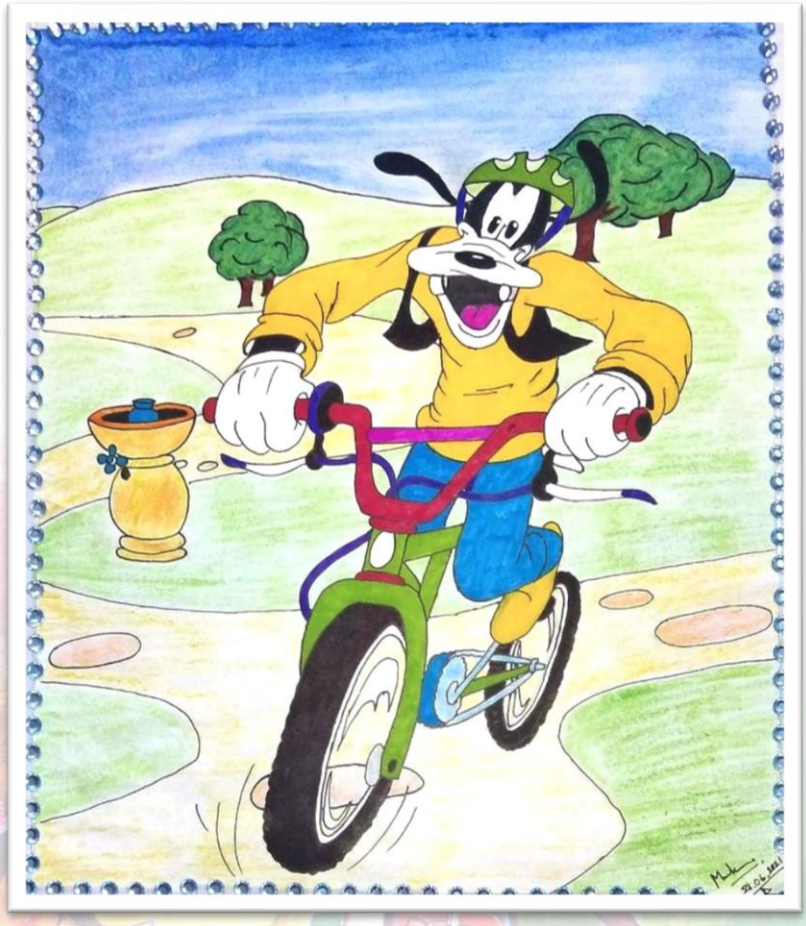

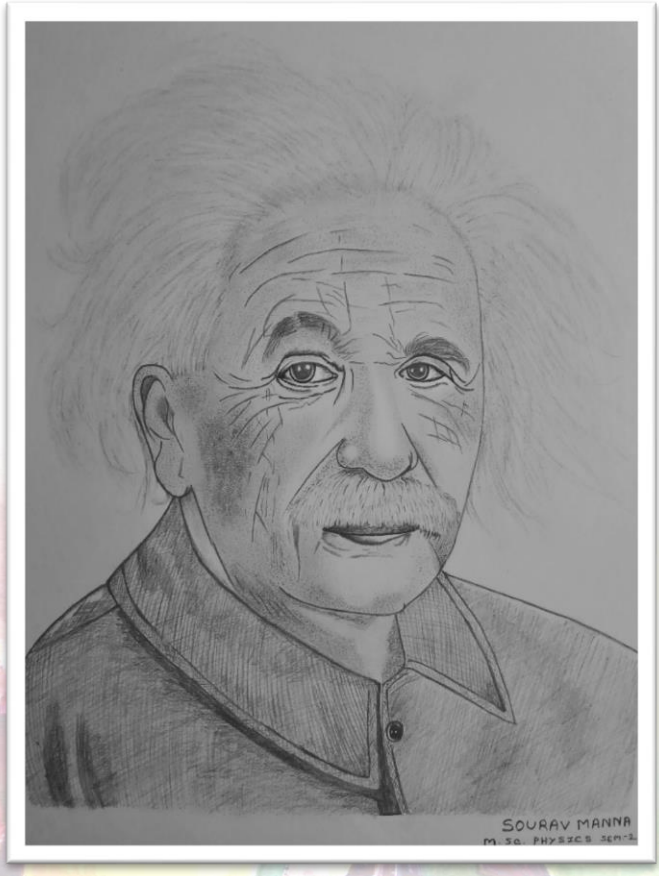


Sourav Manna
Dept.- Physics

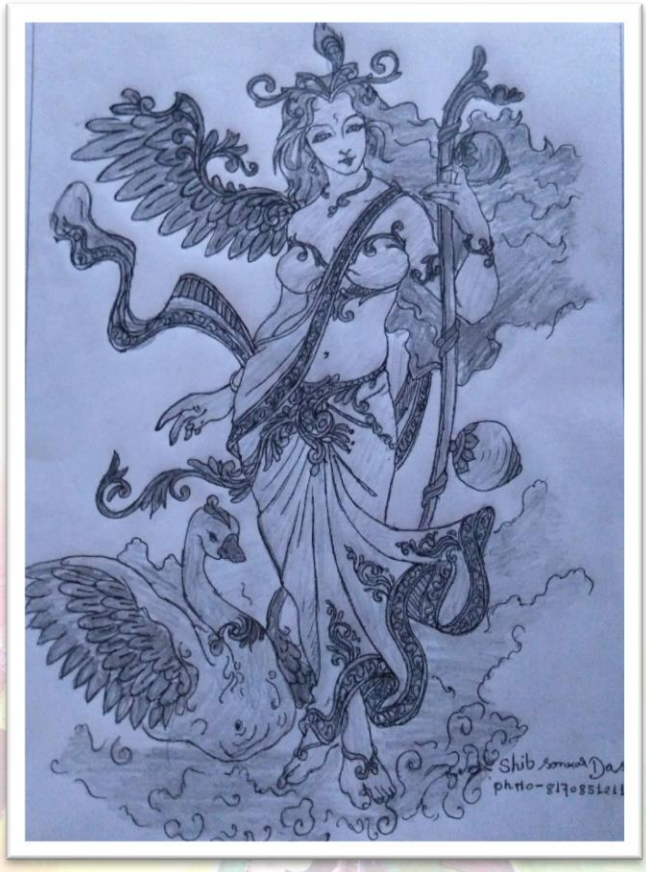

Shibsankar Das
Dept.- Bengali, UG